রুশ তুর্ক যুদ্ধ।

উভয় সাম্রাজ্যের ঐতিহাসিক বিবরণ ও যুদ্ধের আদি
হইতে প্লেবনার পতন পর্য্যন্ত নানাবিধ ইংরাজী
গ্রন্থ ও পত্রিকা এবং বাঙ্গালা সংবাদ
পত্র হইতে সংগৃহীত হইয়া নানা-
বিধ ছবি সম্বলিত।

শ্রীগোকুল চন্দ্র মজুমদার কর্ত্তৃক
প্রকাশিত।

কলিকাতা,—৬৬ নং বীডন্ ষ্ট্রীট।
বীডন্ যন্ত্রে
শ্রীহরচন্দ্র দাস দ্বারা মুদ্রিত।

সন ১২৮৪ সাল।

উৎসর্গ পত্র।

পরমারাধ্য ৺ যদুনাথ মজুমদার।

পিতৃব্য মহাশয়ের শ্রীচরণ কমলেষু।

পিতৃব্য! যদি অসময়ে আপনাকে মর্ত্যধাম হইতে প্রস্থান করিতে না হইত তাহা হইলে অনেকের কি পরিমাণ উপকার হইত তাহা বর্ণন অসাধ্য। আপনার মহানুভবতা প্রসাদে আমাদের মত অনেক লোক যেরূপ অজ্ঞানান্ধকার হইতে মুক্ত হইয়াছে, ভরসা করি আপনিও সুরলোকে তদ্রূপ সমুদায় অন্ধকার হইতে বিমুক্ত হইয়া দিব্যলোকে অবস্থান করিতেছেন। আপনার প্রসাদে আমি যে বর্ণজ্ঞানরূপ লতিকা লাভ করিয়াছি অদ্য তাহারই ফল প্রসূত হইল। আপনি জীবিত থাকিলে ইহা আপনার শ্রীচরণে অর্পণ করিয়া জীবনের সার্থকতা লাভ করিতাম। যাহাহউক অদ্য এই সামান্য পুস্তক খানি ভবদীয় নামে উৎসর্গীকৃত করিয়া আমার বর্ণ জ্ঞানের সাফল্য লাভ করিতে অভিলাষী হইলাম।

ইতি ১৭ পৌষ।
কলিকাতা।

নিতান্ত অনুগত ভৃত্য।
শ্রীগোকুল চন্দ্র মজুমদার।

ভূমিকা।

আজকাল রুশ তুর্কী যুদ্ধের সংবাদ অবগত হইবার নিমিত্ত সাধারণতঃ সকলেই যেরূপ আগ্রহ দেখাইতেছেন, ইতিপূর্ব্বে কেহ শীঘ্র কোন যুদ্ধের বিষয় জানিবার নিমিত্ত এরূপ আগ্রহ প্রকাশ করেন নাই। এমন কি উনবিংশ শতাব্দীতে ফ্রাঙ্কো প্রসীয় যুদ্ধেও লোকের এত আগ্রহ জন্মে নাই; ইহার কারণ অনুসন্ধান করিতে গেলে সহজেই অনুভূত হইবে যে, পূর্ব্ব যুদ্ধ সকল উভয় বা অধিক রাজার রাজ্যের সীমা বিস্তার বা অন্য কোন স্বার্থসাধনোদ্দেশে ঘটিয়াছিল। সেই সকল রাজ্য কত দূরে অবস্থিত আর আমরা বা কোথায়, গতিকেই তৎপ্রতি কাহারও লক্ষ্য হয় নাই, কিন্তু এ যুদ্ধের মূল তদ্রূপ নহে। ইউ-রোপের অন্তঃপাতী যত রাজ্য আছে সকল রাজাই খৃষ্টান ধর্ম্মাবলম্বী, কেবল এক মাত্র তুর্কীই বিজাতীয় (মুসলমান) ধর্ম্মী হইয়া ঐ সকল রাজার সহিত সমসূত্রে থাকিয়া আপন স্বাধীনতায় রাজত্ব করিতেছিল। ইহা খৃষ্টান ধর্ম্মাবলম্বী রাজা-দিগের এক প্রকার চক্ষুঃশূল হইয়া উঠে। বিশেষতঃ রুশীয়ান ভল্লুক প্রতিপদে ইহাকে গ্রাস করিবার নিমিত্ত করাল বদন ব্যাদান করিতেছিল। গত ১৮৫৪ খৃঃঅব্দে একবার রুশীয়া এইরূপে তুর্কীকে আক্রমণ করে, কিন্তু তখন ফ্রান্স প্রবল থাকায় তিনি ইউরোপের সমভারক্ষার যত্ন করিয়া তুর্কীর বিপদে ইংরাজদিগের সহিত মিলিত হইয়া রুশীয়াকে দমন করতঃ

তুর্কীকে রক্ষা করেন ; তদবধি রুশীয়া কেবল সুযোগ অনুসন্ধান করিতে ছিলেন। এদিকে ফ্রান্সের ও পতন হইল রুশীয়াও ধীরে২ আপন হস্ত প্রসারণ করতঃ কৃষ্ণসাগর পর্য্যন্ত অগ্রসর হইলেন। তুর্কাও নিজ ভবিষ্যৎ বিপদ অবগত হইয়া পূর্ব্ব হইতেই নিজ সৈন্যগণকে নূতন নিয়মানুযায়ী অস্ত্র ব্যবহার ও সমর শিক্ষা দিতে লাগিলেন। ইউরোপীয় রাজগণের কুটিল চক্রে কয়েক বৎসর পর্য্যন্ত তুর্কী গৃহ বিচ্ছেদে অবিরত বিব্রত থাকায় বিশেষ বলবান হইতে পারেন নাই। এই অবসরে বলগরিয়ান্ খৃষ্টান দিগের উপর অত্যাচারের উপলক্ষ্য করিয়া রুশীয়া নানা প্রকার কূটজাল বিস্তার করতঃ মুসলমান ধর্ম্মী এক মাত্র রাজাকে উচ্ছিন্ন দিবার জন্য এই যুদ্ধ আরম্ভ করিলেন। বলগরিয়ান্ খৃষ্টানদিগের উপর যথার্থতঃ অত্যাচার হইয়াছিল কিনা জগদীশ্বরই জানেন ; আমরা যতদূর জানি সংক্ষেপে লিখিতেছি ; প্রথমতঃ মুসলমান ও খৃষ্টান প্রজাদিগের মধ্যে সামান্য কৃষিজাত দ্রব্যাদি লইয়া গোলযোগ হয় এবং তদুপলক্ষে তৎপ্রদেশস্থ শাসন কর্ত্তা কর্ত্তৃক খৃষ্টানদিগের উপর অবিচার হয়। ইহাতে খৃষ্টান প্রজা মাত্রেই কিছু বিরক্ত হন ও অন্যান্য নিকটবর্ত্তী ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র রাজগণ কর্ত্তৃক উত্ত্যক্ত হইয়া তুর্কীর বিরুদ্ধে বিদ্রোহী হইয়া উঠে। এই সংবাদ সুলতান শুনিবা মাত্র নানা উপায়ে খৃষ্টানদিগের প্রতি অবিচারের সংশোধন করার যত্ন করেন কিন্তু তাহারা দুষ্টমতিদিগের প্রবর্ত্তনায় কিছুতেই সেই সকল প্রস্তাবে কর্ণপাত করে না। এইরূপে গৃহ বিচ্ছেদ হইয়া বিদ্রোহীদিগকে দমন করিবার নিমিত্ত সুলতান কতকগুলি কঠোর নিয়মের প্রবর্ত্তনা করেন এবং এইটীই তুর্কদিগের কর্ত্তৃক খৃষ্টানদিগের উপর অত্যাচার বলিয়া প্রকাশিত হয়।

যদি বিদ্রোহী প্রজাকে দমন করার যত্ন অত্যাচার বলিয়া স্বীকার করা যায় তবে রুশদিগের প্রস্তাবিত তুর্কীর অত্যাচার কথা সকলই সত্য বলিয়া মানিতে হয়।

এই যুদ্ধে এক পক্ষে খৃষ্টান ধর্ম্মের স্বার্থপরতা, অপর পক্ষে মুসলমান ধর্ম্মের স্বকীয় তেজে আত্মরক্ষা দেদীপ্যমান্; গতিকেই এই যুদ্ধ সাধারণ জন সমূহের মনকে এত আকৃষ্ট করিয়াছে। আজকাল সংবাদ পত্রের বহুল প্রচার দ্বারা যদিও সহজেই যুদ্ধের সংবাদ রাজধানী বা প্রধান প্রধান নগরীতে অনেকেই সহজে অবগত হইতেছেন কিন্তু মফস্বলে এখনও অনেকের জানিবার উপায় সহজ নাই; তজ্জন্যই এই যুদ্ধ ব্যাপার আদি খণ্ড যতদূর সংগ্রহ করিতে পারিলাম পুস্তকাকারে প্রচারিত এবং যুদ্ধ সম্বন্ধীয় প্রতিচিত্র যত সংগ্রহ করিতে পারিলাম সাধারণের গোচরার্থে প্রকাশ করিলাম। এক্ষণে সাধারণের নিকট কথঞ্চিৎ পরিমাণে প্রশ্রয় পাইলে দ্বিতীয় খণ্ডে পর পর ঘটনাবলী প্রকাশের বাসনা রহিল।

কলিকাতা।
১৭ পৌষ ১২৮৪ সাল।

শ্রীগোকুল চন্দ্র মজুমদার।

মণিকর্ণিকাঘাট মুক্তিপ্রাঙ্গণ
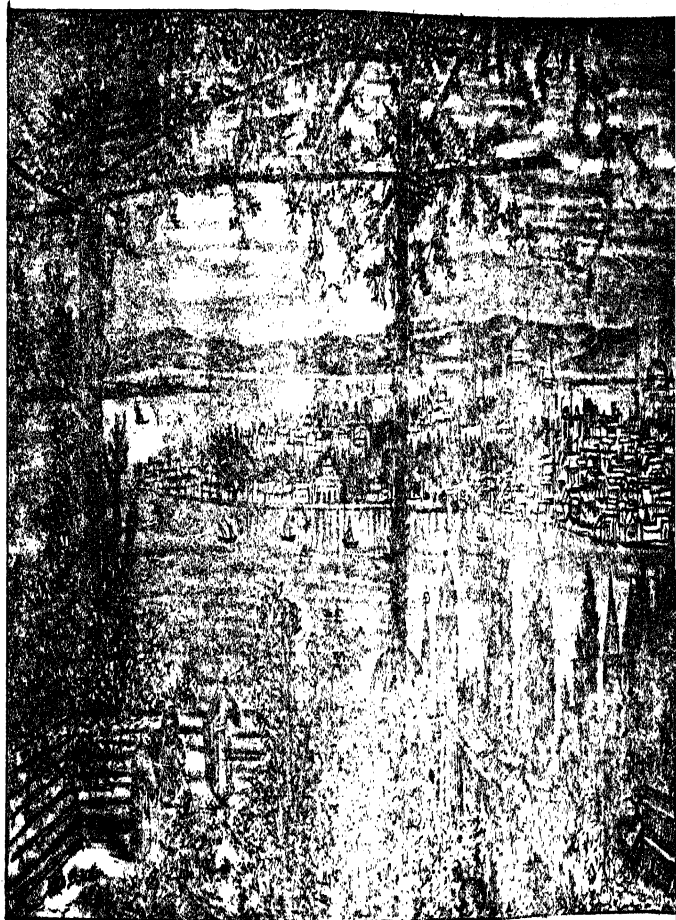
প্রথম অধ্যায়।

উভয় সাম্রাজ্যের ঐতিহাসিক বিবরণ।

এই রুশ তুর্ক যুদ্ধ বর্ণন করিতে গেলে প্রথমতঃ উভয় সাম্রাজ্যের ঐতিহাসিক বিবরণ কিছু কিছু বর্ণন করিয়া সাধারণের বোধ সুলভ করা আবশ্যক বিধায় নিম্নে তাহাই লেখা গেল।

ভূগোল পাঠকরিলেই তুরুস্কের চতুঃসীমা ও নগরাদির জ্ঞান অনায়াস লব্ধ হইয়া আইসে, তজ্জন্য তৎসমুদয় বৃত্তান্ত আর এস্থানে প্রকটিত হইল না। তুরুস্কের পরিমাণ ফল প্রায় ১৮১২০০০ বর্গ মাইল। ডানিউবনদী তুরুস্কের উত্তর পশ্চিমে প্রবাহিত হইতেছে। ইহার উভয় পার্শ্বে ওয়ালেচিয়া ও বলগেরিয়া নামক দুইটী প্রদেশ আছে। ইহাদের দক্ষিণে বলকান পর্ব্বত শ্রেণী পূর্ব্ব পশ্চিম ও কিয়ৎ পরিমানে উত্তর দক্ষিণ বিস্তৃত হইয়া আছে, বলকান পর্ব্বত পার হইয়া দক্ষিণ দিকে অগ্রসর হইলে প্রথমে আড্রিয়নোপল ও পরে কনষ্টান্টিনোপল দেখিতে পাওয়াযায়। ইহার দক্ষিণ ও পশ্চিম কোণে সমুদ্র মধ্যে গ্রীসদেশ, বলগেরিয়ার পশ্চিমদিকে, সার্ব্বিয়া, বসনিয়া, হার্জ্জিগবিনা প্রভৃতি কতকগুলি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র প্রদেশ আছে। যুদ্ধের সহিত ইহাদিগের বিশেষ সম্বন্ধ জন্য এস্থলে কথঞ্চিৎ লিখিত হইল। এইস্থানগুলি যদিও তুর্কী সাম্রাজ্য ভুক্ত তথাচ এক প্রকার স্বাধীন বলিতে হইবে। এসিয়ার পূর্ব্বদিকে সমস্ত এসিয়ামাইনর সুলতানের সাম্রাজ্যভুক্ত; তুরুস্কের লোক সংখ্যা

প্রায় পাঁচকোটী, ইহার ভিন্ন ভিন্ন সম্প্রদায়ের বৃত্তান্ত অন্য অধ্যায়ে লিখিত হইল।

তুরুস্কের বর্ত্তমান স্থলতান আবদুল হামিদ; এই রাজ্য প্রতিষ্ঠাতা ওৎমান হইতে ৩৫ জন স্থলতানের পর রাজ্যাভিষিক্ত হইয়াছেন। এই প্রধানবংশে মাহামুদ নামক স্থলতান ১৪৫৩ সালে কনষ্টান্টি নোপল প্রভৃতি প্রধান প্রধান স্থান অধিকার করেন এবং তজ্জন্যই ইউরোপের অনেক স্থান তুর্কীয় অধিকার ভুক্ত হয়। স্থলতান দিগের কনিষ্ঠ ভ্রাতা বর্ত্তমান না থাকিলে তাঁহার জ্যেষ্ঠ পুত্র স্থলতান পদ প্রাপ্ত হন। প্রত্যেক বিভাগে এক এক জন মন্ত্রী আছেন, তাঁহাদের দ্বারায় রাজ কার্য্য সম্পন্ন হয়, কিন্তু প্রধান উজির সর্ব্বোপরি ক্ষমতা ধারণ করিয়া রাজ সভায় কর্ত্তৃত্ব করেন।

কনষ্টান্টিনোপল।—৩৩০ খৃঃ অব্দে কনষ্টান্টাইন নামক রাজা এই নগর স্থাপন করেন। এই রাজধানী অতি সুদৃশ্য স্থান; সমুদ্র-তীরবর্ত্তী বলিয়া ইহার সৌন্দর্য্য আরও বর্দ্ধিত হইয়াছে; দূর হইতে দৃষ্টিপাত করিলে বোধ হয় যেন বৃহৎ বৃহৎ মন্দির ও ইষ্ঠ-কালয় সমুদায় সমুদ্র বক্ষে ভাসমান হইতেছে। জাহাজ নির্ম্মাণ স্থান, অস্ত্রাগার; সৈন্য দিগের চিকিৎসালয়; ও স্থলতানের মসজিদ, অতি সুদৃশ্য হর্ম্ম্য মধ্যে পরিগণিত। এই শেষোক্তস্থানে নূতন স্থলতান ওৎমান বংশীয় তলবার ধারণ করিয়া সিংহাসন প্রাপ্ত হন, এইস্থানে অন্য ধর্ম্মাবলম্বী লোকের প্রবেশ নিষেধ। এইস্থানে গ্রীসদেশীয় একটী মন্দিরের ভগ্নাবশেষ এখন ও বর্ত্তমান রহিয়াছে। পঞ্চদশ বৎসর পূর্ব্বে গ্রেগরি নামক গ্রীক পুরোহিতকে স্থলতান ২য় মাহামুদের আদেশে এইস্থানে ফাঁসি

দেওয়া হইয়াছিল। লিয়াণ্ডারের ধ্বজা নামক একটী উচ্চ প্রাসাদ আছে এইস্থানে পূর্ব্বতন সুলতানগণ, সৈন্য দিগের বল ও যুদ্ধ নৈপুণ্য দর্শন করিতেন। কনষ্ঠান্টিনোপলের নিকটবর্ত্তী উপনগর সমূহের মধ্যে ৩।৪টী অতিসুদৃশ্য স্থান আছে। তন্মধ্যে ডমলাগি বাগিচি নামক স্থান সুলতানের শীতকালের আবাস মন্দির। এই স্থানেই গতবৎসর মহারাণীর প্রতিনিধি মার্কুইস্ অবশ্যালিস্ বরি পূর্ব্বরাজ্যের গোলযোগ নিবারনার্থ সুলতানের সাক্ষাৎ লাভের অনুমতি প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। তুরুষ্কের রাজধানী পরিত্যাগ করিয়া আমরা এক্ষণে একবার রুশীয় রাজধানী সেন্টপিটর্সবর্গের দিকে দৃষ্টিনিক্ষেপ করি। রুশীয় সম্রাট গ্রেটপিটর অতি অল্প সময়ের মধ্যে স্বকীয় কার্য্যকারিতা ও পরিশ্রম শক্তি প্রভাবে এইনগর স্থাপন ও বিবিধ কারু ও শিল্পকার্য্যে সুদৃশ্য করিয়া প্রস্তুত করেন। পূর্ব্বে এইস্থান অতিশয় অপরিস্কৃত, জঙ্গল ও কর্দ্দম ময় ছিল, পরে ১৭০৩ খৃঃ অব্দে ইহার নির্ম্মাণ কার্য্যারম্ভহয়। এইনগর নিভা নদীর উত্তরতীরে অবস্থিত। পূর্ব্বে জলপ্লাবনে নগর ভাসিয়া যাইত জন্য একটী প্রকাণ্ড বাঁধদ্বারা তাহার প্রতিবিধান করাহইয়াছে। সেন্ট আইজাক্ ক্যাথিড্রাল মনুমেন্টে উঠিয়া চতুর্দ্দিকে দৃষ্টিপাত করিলে নগরের শোভা দেখিয়া মোহিত হইতে হয়। বিদ্যামন্দির, বিজ্ঞানমন্দির, সৈন্য বিদ্যালয়, চিকিৎসা বিদ্যালয়, ও অন্যান্য অনেক কার্য্যস্থান ও দেবমন্দির প্রভৃতি অতি সুদৃশ্য বলিয়া গণ্য।

রুশেরা অন্যান্য ইউরোপীয়ান জাতি অপেক্ষা পারিবারিক সুখে অধিকতর সুখী। পিতা মাতার প্রতি ভক্তি; সন্তানের ও স্ত্রীর প্রতি স্নেহ ও বাৎসল্য ভাব ইহাদের অপেক্ষা কৃত অধিক

ইহাদের আরও অনেক গুণ আছে। রুশীয়ায় পূর্ব্বে শারীরিক দণ্ডের যেপ্রভাব ছিল এখন তাহা তিরোহিত হইয়াছে, রাজ্য শাসন প্রণালীও এক্ষণে সম্পূর্ণরূপ সুশৃঙ্খল হইয়াছে।

দ্বিতীয় অধ্যায়।

ইউরোপীয় অন্যান্যরাজার নিকট রুশের বিজ্ঞাপন।

অনেক দিবস হইতেই ইউরোপের পূর্ব্ব ভাগের শান্তিস্থাপন করা যে নিতান্ত আবশ্যক ইহাসমস্ত রাজাদিগের একটি চিন্ত-নীয় বিষয় হইয়াছিল এবং ইহা লইয়া সকলেই পরস্পর আন্দো-লনে প্রবৃত্তছিলেন বটে কিন্তু কি উপায়ে তাহা নির্ব্বাহ হইবে তাহা কেহই স্থির করিতে পারিতে ছিলেন না। রুশীয়া এইটী কেই আপন অভীষ্ঠ সিদ্ধির সুযোগ বিবেচনা করিয়া ইউরোপীয় সমস্ত রাজাগণের নিকট তুর্কী কর্ত্তৃক অত্যাচার ও তুর্কীয় শাসন প্রণালীর বিশৃঙ্খলতা নিবারণের নিমিত্ত একটী বিশেষ প্রস্তাব করিয়া এক বিজ্ঞাপন প্রচার করেন, সেই প্রস্তাবে সমুদায় রাজগণ সম্মত হইয়া কার্য্যে পরিণত করেন, তদনুসারে ইংলণ্ড, জার্ম্মেনী, অষ্ট্রিয়া, ফ্রান্‌স, ইতালী ও রুশীয়া হইতে এক এক জন প্রতিনিধি প্রেরিত হইয়া তুর্কীর রাজধানী কনষ্ঠান্টিনোপলে একটী সভা করিয়া কতকগুলি নিয়ম স্থির করতঃ তুর্কীকে তাহাই পালন করিতে আদেশ করেন। কিন্তু তুর্কী সেই সকল নিয়মের বশীভূত হইয়া কার্য্য করাকে অপমান জ্ঞান করিয়া "অপমান অপেক্ষা মৃত্যুই শ্রেয়ঃ বলিয়া" ঐ সকল নিয়ম পালনে অস্বীকৃত হওয়ার সমুদায় রাজ প্রতিনিধিগণ স্ব স্ব দেশে চলিয়া যান।

রুশীয়া এইটীকে আপনস্বার্থ সাধনের একমাত্র উপায়স্থির করতঃ তুর্কী সম্বন্ধীয় নিম্ন লিখিত বিজ্ঞাপন অন্যান্য রাজাদিগের জ্ঞাপন করেন ও তাহা পূর্ব্বোক্ত রাজপ্রতিনিধি গণ কর্তৃক লণ্ডন নগরে স্বাক্ষরিত হয়।

তুর্কী নম্বন্ধীয় বিজ্ঞাপন।

লণ্ডন নগরে ১৮৭৭ সালের ৩১ সে মার্চ্চ তারিখে স্বাক্ষরিত হয়।

"রাজগণ সমভাবে একীভূত হইয়া কনষ্টান্টি নোপল সভায় তুর্কীতে শান্তি স্থাপন ও শাসন প্রণালীর সুশৃঙ্খলতা সাধন ও তুর্কীস্থ খৃষ্টান প্রজাদিগের অবস্থার উন্নতি সাধন এবং বসনিয়া, হারজা গোবিনা ও বলগেরিয়ার গোল যোগের সম্পূর্ণ শান্তিস্থাপন বিষয়ে যে প্রস্তাব করেন ও তুর্কী সেই সকল বিষয় শীঘ্রই নিজে কার্য্যে পরিণত করিবেন বলিয়া যে স্বীকার করেন তাহা এপর্য্যন্ত কার্য্য কারী হয়নাই"। "সার্বিয়ার সহিত সন্ধি স্থাপন কার্য্যে পরিণত হয় নাই"।

"মন্টে নিগ্রোর সীমাস্থাপন ও বানিজ্য বিষয়ে স্বাধীনতা প্রদান সম্বন্ধে এ পর্য্যন্ত বিশেষ বন্দোবস্ত হয় নাই,,।

"অন্যান্য রাজাদিগের সহিত তুর্কীর সন্ধিস্থাপন ও তাহার সৈন্য দিগকে অনতি বিলম্বে শান্তি পথে আনয়ন সম্বন্ধে তুর্কী যে ভার লন তদনুসারে কার্য্য হয় নাই,,।

"প্রধান প্রধান রাজগণ কনষ্টান্টি নোপলে এক এক জন নিজ প্রতিনিধি রাখিয়া তুর্কীর কার্য্য প্রণালী ও প্রতিজ্ঞা পালন পর্য্যবেক্ষণ করিবেন"।

যদি তুর্কী কর্তৃক ইউরোপীয় অন্যান্য রাজগণের এই সকল প্রস্তাব একবারের অধিক অকৃত কার্য্য হয় এবং তুর্কীস্থ খৃষ্টান-

দিগের শোচনীয় অবস্থা সংশোধন না হইয়া পুনর্ব্বার তাহাদিগের প্রতি কোন রূপ অত্যাচার হয় তাহা হইলে এই সকল রাজগণ যে কোন রূপে এই সকল কার্য্য তুর্কী কর্ত্তৃক কার্য্যে পরিণত করাইতে পারেন তদ্বিষয়ে কিছুমাত্র উপায় অবলম্বনে ক্রটী করিবেন না।

ইতি ৩১ সে মার্চ্চ ১৮৭৭। লণ্ডন।

স্বাক্ষর।

মনষ্টার	(জার্ম্মেণী)	ডার্ব্বি	(ইংলণ্ড)
বিউষ্ট	(অষ্ট্রিয়া / হঙ্গেরী)	মিনাব্রিয়া	(ইতালী)
হারকোর্ট	(ফ্রান্স)	স্কোবেলক	(রুশীয়া)

এই বিজ্ঞাপন স্বাক্ষর হইবার পূর্ব্বে বিজ্ঞাপন পত্র গ্রেট ব্রিটেনের মহারাণী ও ভারতেশ্বরীর প্রতিনিধি লর্ড ডার্ব্বির হস্তে দিয়া রুশীয় প্রতিনিধি নিম্ন লিখিত মত অভিপ্রায় প্রকাশ করতঃ তন্নিম্নে স্বাক্ষর করেন।

রুশায় প্রতিনিধির অভিপ্রায়।

“ যদি মন্টেনিগ্রোর সহিত তুর্কীর সন্ধি স্থাপন হয় এবং যদি তুর্কী ইউরোপীয় রাজগণের উপদেশ গ্রাহ্য করেন এবং আপন সৈন্যদিগকে শান্তিপথে সহসা আনয়ন করেন ও বিজ্ঞাপনানুযায়ী উন্নতিসাধনে প্রবৃত্ত হন তাহা হইলে আপনাদিগের কর্ত্তৃক এক জন বিশেষ দূত সেন্টপিটর্স বর্গে প্রেরিত হইবামাত্র আমার সর্ব্বক্ষম প্রভু তৎক্ষণাৎ আপন সৈন্যদিগকে শান্তিপথে আনিয়া আপনাদিগের প্রস্তাবে স্বাক্ষর করিয়া দিবেন”। “আর যদি তুর্কী কর্ত্তৃক পূর্ব্ববৎ বলগেরিয়াবাসীদিগের উপর অত্যাচার

ক্ষান্ত না হয়, তাহা হইলে অস্ত্রবলে তুর্কীকে স্বপথে আনিতে হইবে,,।

ইংলণ্ডীয় প্রতিনিধির অভিপ্রায়।

"আমি এই সর্ব্ব সমক্ষে আমার প্রভুর পক্ষ হইতে বলিতেছি যে ইউরোপে শান্তি স্থাপনই আমাদিগের একমাত্র অভিপ্রায়। যদি রুশীয়া কর্ত্তৃক এই প্রস্তাবিত বিজ্ঞাপনানুযায়ী কার্য্য না হয় তাহা হইলে এই বিজ্ঞাপনকে অকর্ম্মন্য ও বৃথাজ্ঞান করা যাইবে।"

ইতালীয় প্রতিনিধির অভিপ্রায়।

"যে পর্য্যন্ত এই বিজ্ঞাপনানুযায়ী কার্য্য উভয় রাজা কর্ত্তৃক মান্য হইবে তদবধি এই স্বাক্ষরিত বিজ্ঞাপনীতে ইতালী বাধ্য থাকিবে। অতঃপর বিজ্ঞাপনীতে সমুদায় রাজপ্রতিনিধি আপনাপন নাম স্বাক্ষর করিলেন। ইহা নিতান্তই আশ্চর্য্যের বিষয় যে রুশীয় প্রতিনিধির অভিপ্রায় দ্বারা প্রকারান্তে তুর্কীর ভার তাহার নিজের হস্তে লইবার ছলনা স্বত্ত্বেও অন্যান্য রাজ প্রতিনিধি বা ইংলণ্ডীয় মহোদয়গণ ইহা বিবেচনা করিলেন না। ইহা স্পষ্টই দৃষ্ট হইতেছে যে রুশীয়া কেবল ছলনা করিয়া আরও বিশেষ প্রকারে সময়ের প্রতীক্ষা করিয়া আপন যুদ্ধের উদ্যোগ সাধন করিয়া লইলেন বাস্তবিক বিজ্ঞাপনের সৎ উদ্দেশ্য যে কেবল বাহ্যিক আবরণমাত্র তাহা সহজেই প্রতীয়মান হইবে। এই বিজ্ঞাপন তুর্কীতে প্রেরিত হইবামাত্র তুর্কী কর্ত্তৃক প্রত্যুত্তরে এই মাত্র লিখিত হয় যে এই প্রস্তাব সকল তুর্কী বিশেষরূপে বিবেচনা করিয়া এতৎসম্বন্ধে বিস্তৃত অভিপ্রায় প্রকাশ করিবেন।

তুর্কীর প্রত্যুত্তর।

তুর্কী লণ্ডন নগরে ১৮৭৭ সালের ৩১ মার্চ্চ তারিখে ইংলণ্ড জার্ম্মেন, অষ্ট্রোহাঙ্গেরিয়ান, ফ্রেন্স, ইতালী ও রুশীয় রাজ দূতের স্বাক্ষরিত বিজ্ঞাপন ও তৎসম্বলিত ইংলণ্ড, ইতালী ও রুশীয় রাজদূতের অভিপ্রায় পত্র প্রাপ্ত হইয়াছেন।

"এই দলিল বিষয়ে বিবেচনা করিয়া তুর্কী অতিশয় দুঃখের সহিত প্রকাশ করিতে বাধ্য হইলেন যে যাহাতে তাঁহার নিজের এতদূর উন্নতি সাধনের প্রস্তাব রহিয়াছে এরূপ বিজ্ঞাপনী প্রচারকালে তাঁহাকে একটুকু জ্ঞাপন না করা অতিশয় অন্যায় হইয়াছে।

"কনষ্টান্টিনোপলে সভাধিবেশনের পর হইতে তুর্কী নিজ সাধ্যানুসারে আপনরাজ্যে শৃঙ্খলা স্থাপনের যত্ন করিতেছেন কথেক অংশে কৃতকার্য্যও হইয়াছেন এবং ভরসা করিতেছেন যে শীঘ্রই সর্ব্বত্র সমানভাবে শান্তি ও সুশৃঙ্খলা বিরাজমান হইবে এমত অবস্থায় ঐ সময়ের অপেক্ষা না করিয়া রাজপ্রতিনিধি-গণ কর্ত্তৃক এরূপ ভাবে বিজ্ঞাপনী বাহির করা অন্যায় হইয়াছে ও প্রকারান্তে তুর্কীকে অপমান করা হইয়াছে।

১। যে প্রণালীতে সার্ব্বিয়ার সহিত সন্ধি স্থাপন হইয়াছে তদনু-সারেই মন্টেনিগ্রোর রাজ কুমারকে দুই মাস হইল অবগত করান হইয়াছে; এমন কি তুর্কী ক্ষতি স্বীকার করিয়াও সেই সন্ধি স্থাপনে যান্ত্রিক আছেন।

২। তুর্কী গবর্ণমেন্ট আপনোন্নতি সাধনোদ্দেশে অন্যের নিয়ম প্রণালীর বশীভূত নহেন তবে বিশেষ যত্নে যতদূর সাধ্য অন্যের উপদেশানুসারে নিজে নিয়ম প্রণালী স্থাপন করিবেন।

EMPEROR OF RUSSIA.
রুশ সম্রাট

হবার্ট পাশা।
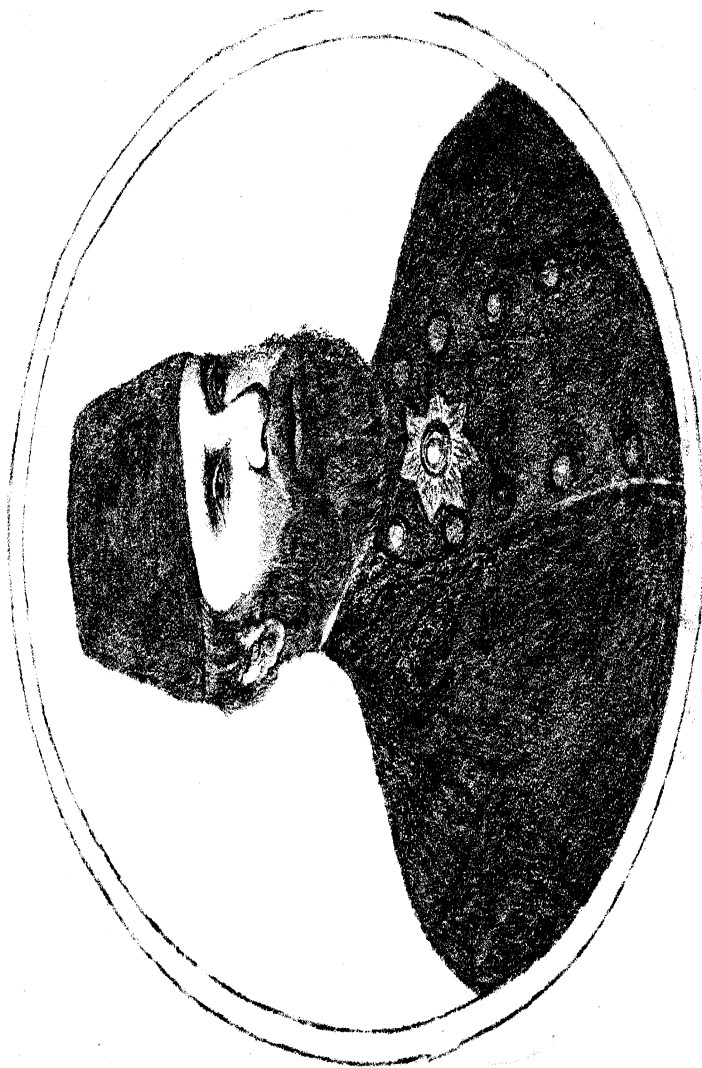
৩। যখন তুর্কী গবর্ণমেন্ট দেখিবেন যে রুশীয় সৈন্যগণ শান্তি-পথে আনীত হইবে তৎক্ষণাৎ আপন সৈন্যগণকে শান্তিপথে আনয়ন করিবেন কারণ তুর্কী সৈন্যগণ কেবলমাত্র আত্ম রক্ষোদ্দেশে রহিয়াছে।

৪। সেন্টপিটার্সবর্গে বিশেষ দূত পাঠান সম্বন্ধে রাজোচিত ব্যবহার করণে তুর্কী অসম্মত নহেন দূত না পাঠাইয়া সামান্য একটী তারের খবরেও সে কার্য্য নির্ব্বাহ হইতে পারে। বিশেষ দুঃখের বিষয় এই যে রাজ প্রতিনিধিগণ, বন্ধু ভাবে তুর্কীকে উপদেশ করিতে গিয়া একবারে তাহার রাজ্য শাসন ও স্বাধীনতার প্রতি হস্তক্ষেপ করিয়াছেন। বলগেরিয়ান খৃষ্টান দিগের অবস্থা সংশোধনের জন্য তুর্কীর অতিশয় যত্ন রহিল কিন্তু তাই বলিয়া তাহাদিগকে অযথোচিত স্বাধী-নতা দেওয়া যাইতে পারে না। এই সকল ঘটনা পরম্পরা বিবেচনায় তুর্কী নিজ উন্নতি নিজে করিতে বাধ্য কিন্তু অন্যের বশীভূত হইয়া বা যুদ্ধের ভয়ে স্বকার্য্য সাধনে তুর্কীর অভি-প্রায় নাই। আর ইহাও বক্তব্য যে যদি যুদ্ধ উপস্থিত হয় তুর্কী নিজদেশ রক্ষায় অসমর্থ নহেন। ঈশ্বর ইচ্ছায় তুর্কীর অধি-বাসীগণ এক্ষণে ক্ষমতা শূন্য হয় নাই অতএব বিজ্ঞাপনীর অগ্র পশ্চাৎ বিশেষ বিবেচনা করিয়া তুর্কীর বিবেচনায় তাহা তুর্কীর পক্ষে অপমান জনক বিধায় তুর্কী ঐ বিজ্ঞাপনে বাধ্য নহেন।

সাধারণ মতে তুর্কীর এই প্রত্যুত্তর অযোগ্য হয়নাই বরং যাহার হৃদয়ে স্বাধীনতা বীজ অঙ্কুরিত আছে যাহার হৃদয়ের রক্ত ভারতীয়গণের ন্যায় শীতল না হইয়া উষ্ম রহিয়াছে; যাহাদের স্বদেশের প্রতি কিঞ্চিন্মাত্র স্নেহ ও মমতা আছে তাহাদের

নিকট ইহা প্রকৃত উত্তর বলিয়া গণ্য হইয়াছে। ধন্য তুর্কী!!! তোমার সন্তানগণ এখনও নির্ব্বীর্য্য হয় নাই!!! তুমিই ধন্য!!! তুর্কীর এই প্রত্যুত্তর পাইয়া অন্যান্য রাজাদিগের অভিপ্রায় না লইয়াই রুশীয়ার নিজ বহুদিবসের গোপনীয় অভিপ্রায় একেবারে প্রকাশ করিয়া নিম্ন লিখিত রূপে যুদ্ধ সম্বন্ধে নিজ অভিপ্রায় সম্বলিত বিজ্ঞাপনী বাহির করিলেন।

প্রিন্স গর্টসককের বিজ্ঞাপনী।

ইউরোপের পূর্ব্বভাগের নানা গোলযোগ উপস্থিত হওয়াবধি রুশীয় প্রতিনিধি সভা তুর্কীর সহিত দৃঢ়তর রূপে মিত্রতাসূত্রে আবদ্ধ হওনোদ্দেশে অন্যান্য রাজপ্রতিনিধির সহিত একবাক্যে বিশেষ পরামর্শে ব্যস্ত ছিলেন কিন্তু সমবেত রাজণ্যগণের সমুদায় প্রস্তাব তুর্কীকর্ত্তৃক অস্বীকৃত হইয়াছে। লণ্ডন নগরস্থ ৩১শে মার্চ্চ (রুশীয় ১৯ এ) তারিখের স্বাক্ষরিত বিজ্ঞাপনীই শেষ চেষ্টা; তাহাতে বিশেষ যত্নের সহিত তুর্কীকে সন্ধির অনুরোধ করা হইয়াছিল, কিন্তু তুর্কী তাহাতেও সম্মত হন নাই। এইক্ষণে দেখা যাইতেছে যে তুর্কী কর্ত্তৃক খ্রীষ্টানদিগের অবস্থার সংশোধন বা মন্টেনিগ্রোর সহিত সন্ধি স্থাপন ও সৈন্যগণকে শান্তিপথে আনয়ন করা অসাধ্য, এরূপ অবস্থায় বল প্রকাশ ভিন্ন উপায়ান্তর নাই। এমত অবস্থায় আমার মহামান্য প্রভু অন্য কাহাকেও কষ্ট না দিয়া, সেই ভার আপনার উপর গ্রহণ করিতে প্রস্তুত হইয়া রাজগণকে আহ্বান করিতেছেন; এবং তদনুসারে আপন সৈন্যগণকে অনতিবিলম্বে তুর্কীর সীমা অতিক্রম করিতে অনুমতি দিলেন।

(স্বাক্ষর)

"গর্টসকফ"

এই স্থলে ১৮৫৩ সালের ঘটনার সহিত ১৮৭৭ সালের ঘটনার তুলনা করা যাইতে পারে। রুশীয়া পূর্ব্বাপরই আপন সদুদ্দেশ্য দেখাইয়া যুদ্ধে প্রবৃত্ত হন। এইরূপ ছলনা করিয়া রুশীয়া দুই শত বৎসরে আপন সীমা জার্ম্মেনীর দিকে ৭০০ মাইল, সুইডেনের দিকে ৬৩০ মাইল, তিহারাণের দিকে ১০০০ মাইল এবং কনষ্টান্টি নোপ-লের দিগে ৫০০ শত মাইল বিস্তৃত করিয়াছেন।

তৃতীয় অধ্যায়।

যুদ্ধ ঘোষণা ও তাহার অব্যবহিত ফল।

যদিও ইউরোপ অনেক দিবস হইতেই অবগত ছিল যে রুশীয়া ও তুর্কীর মধ্যে শীঘ্রই একটী রক্তারক্তি ব্যাপার ঘটিবে এবং রুশীয়া কর্ত্তৃক শান্তি স্থাপনের প্রস্তাব যে কেবল মাত্র মৌখিক, তথাপি এত দিন পর্য্যন্ত সকলেই রুশীয়ার ছলনায় বাধ্য ছিল; এক্ষণে রুশীয়া অন্যান্য রাজগণের ন্যায় স্বার্থ-পরায়ন হইয়া যুদ্ধে ব্যাপৃত হইতেছেন না বলিয়া সর্ব্বত্র ঘোষণা করিয়া দিলেন। শান্তি স্থাপনের উদ্যোগী রাজাদিগের মধ্যে রুশীয়া এককই তুর্কীর উত্তরে অসন্তুষ্ট হইয়া যুদ্ধ ঘোষণা করিলেন। এস্থলে তুর্কী যদিও বিজ্ঞা-পনী মতে কার্য্য করিতে অসম্মত, তথাপি নিজের উন্নতি করিতে সম্পূর্ণ রূপে উদ্যোগী ছিলেন। তাহার ফল প্রত্যক্ষ দেখিবার অপেক্ষা না করিয়া যুদ্ধ ঘোষণা করা রুশীয়ার পক্ষে অতিশয় অন্যায্য কার্য্য হইয়াছে; যাহা হউক এক্ষণে রুশীয়া নিজ সুযোগ দেখিয়া নিম্ন লিখিত মত যুদ্ধ ঘোষণা করিলেন।

রুশীয়ার যুদ্ধের ঘোষণা পত্র।

আমার প্রিয় ও বিশ্বাসী প্রজাগণের অবিদিত নাই যে আমরা তুর্কীর খ্রীষ্টানগণের দুঃখে এপর্য্যন্ত কিরূপ সহানুভূতি দেখাইয়া আসিতেছি। তুর্কীর খৃষ্টানদিগের মুক্তি সাধনের জন্য রুশীয়ান সাধারণ জনগণ যেরূপ প্রাণদান ও ক্ষতি স্বীকার করিতে প্রস্তুত তাহাও সকলেই অবগত আছেন। আমাদিগের অর্থ ও প্রজার প্রাণ যে কিরূপ প্রিয় তাহা আর কি জানাইব, তথাপি হার্জা-গোবিনা ও বলগেরিয়ার খৃষ্টানদিগের দুঃখে তাহারও ক্ষতি করিতে প্রস্তুত হইতেছি; আমরা দুই বৎসর পর্য্যন্ত ইউরোপীয় অন্যান্য রাজাদিগের সহকারে ঐ সকল খৃষ্টানদিগের উন্নতির ও শান্তি স্থাপনের জন্য তুর্কীকে বিস্তর উপদেশ করিয়াছি কিন্তু কিছুতেই তুর্কী কর্ত্তৃক আমাদিগের আশা পরিপূরিত হইল না, গতিকেই তুর্কীর এইরূপ ভয়ানক অবাধ্যতা দেখিয়া অস্ত্রবলে বাধ্য করিতে অগ্রসর হইতে হইল। ঈশ্বরের প্রতি নির্ভর করিয়া আমরা নিস্বার্থ ভাবে স্বজাতীয়দিগের মুক্তি সাধনের জন্য কিসনিফ নগরে অদ্য ১২ই (২৪) এপ্রেল তারিখে আমার রাজত্বের ত্রয়োবিংশ বৎসরে আমার সৈন্যগণকে তুর্কীর সীমা অতিক্রম করিবার আদেশ প্রদান করিলাম ইতি।

(স্বাক্ষর)

আলেক জাণ্ডের।

এই অনুমতি প্রচারের যদিও পূর্ব্বে না হউক অব্যবহিত পরেই রুশীয়ার সৈন্যগণ রুমেনিয়ার সীমা অতিক্রম করে এবং সেই সময়েই রুশীয়ান প্রধান সৈন্যাধ্যক্ষ কর্ত্তৃক রুমেনিয়ার প্রতি নিম্ন লিখিত মত অভিপ্রায় ব্যক্ত হয়।

রুমেনিয়ার প্রতি রুশীয়ার অভিপ্রায়।

রুশ সম্রাটের অনুজ্ঞানুসারে আমার অধীনস্থ সৈন্যদল তুর্কীর বিরুদ্ধে যুদ্ধ যাত্রা করিয়া অদ্য আপনার সীমায় প্রবেশ করিল। অনেক সময়েই রুমেনিয়া আগ্রহের সহিত রুশীয় সৈন্যগণকে গ্রহণ করিয়াছে। তদনুসারে আমি আপনাকে জানাইতেছি যে আমি আপনার উপকারের নিমিত্ত বন্ধুভাবে আপনার রাজ্যে প্রবেশ করিলাম।

আমি ভরসা করি তুর্কীর বিরুদ্ধে আপনার পূর্ব্ব পুরুষ গণ পূর্ব্বে রুশীয়ার যেরূপ সাহায্য করিয়াছেন আপনা দ্বারাও তাহার অন্যথা হইবে না। আমি আমার প্রভুর অনুমতি অনুসারে জানাইতেছি যে আমাদিগের সৈন্যগণ অতি সামান্য দিন আপনার রাজত্বের মধ্যে অবস্থিতি করিবে, বিশেষতঃ আপনি যখন আমাদের বন্ধু তখন আমাদিগের সৈন্য দ্বারা আপনার কোনই অনিষ্ট সাধন হইবে না, আপনার রাজ্য হইতে আমরা অর্থ দ্বারা আমাদিগের আবশ্যকীয় বস্তু সকল সংগ্রহ করিয়া লইব ভরসাকরি আপনিও তদ্বিষয়ে আমাদিগের সাহায্য করিবেন। আমাদিগের সৈন্যগণ কি রূপ সুশৃঙ্খল তাহা আপনার অবিদিত নাই; আমরা যতদিন রাপনার রাজ্যে বাস করিব ততদিন শান্তিরক্ষোদ্দেশে আপনার রাজ্যের নিয়ম, ব্যবহার ও আইনের বাধ্য হইয়া চলিব। অনেক সময়ে আমার পূর্ব্ব পুরুষগণ রুমেনিয়ার জন্য যথোচিত করিয়াছেন তদনুসারে তুর্কীস্থ স্বজাতীয়দিগের উদ্ধারার্থে গমন শীল আমাদিগের সৈন্যগণের গমনের সাহায্য করিতে এক প্রকার আমরা আপনার উপর দাবিও করিতে পারি। রুশীয়ার যুদ্ধ ঘোষণা

অবগত হইয়া তুর্কী সংক্ষেপ অথচ বীরত্ব ব্যঞ্জক নিম্নোক্ত প্রকারে যুদ্ধ ঘোষণা করিলেন।

সুলতান কর্ত্তৃক যুদ্ধ ঘোষণা।

যখন রুশীয়া যুদ্ধ ঘোষণা করিয়াছেন তখন আমাদিগকে বাধ্য হইয়া অস্ত্র ধারণ করিতে হইল। আমাদিগের সর্ব্বদাই শান্তি স্থাপনের ইচ্ছা এবং তদনুসারে ইউরোপীয় রাজগণের উপদেশও গ্রহণ করিয়া ছিলাম কিন্তু রুশীয়া আমাদিগের স্বদেশ ও স্বাধীনতা ধ্বংশের জন্য আমাদিগকে আক্রমণ করিয়াছেন, শান্তিও বিচার স্থাপক জগদীশ্বর আমাদিগকে অবশ্যই জয়ী করিবেন। আমাদিগের সৈন্যগণ তাহাদিগের পুর্ব্ব পুরুষদিগের উপার্জ্জিত দেশ ও মুসলমান ধর্ম্ম জগদীশ্বরের সাহায্যে নিজ শরীরের রক্ত দানে রক্ষা করিবেন। দেশীয় সমুদায় লোক যোদ্ধাদিগের স্ত্রী পুত্রদিগকে পালন করিবেন, এমন কি আবশ্যক হইলে সুলতান নিজেও যুদ্ধ ক্ষেত্রে প্রবেশ করিয়া স্বদেশ ও স্বাধীনতা রক্ষার্থে জীবন দানে কুণ্ঠিত নহেন।

(স্বাক্ষর)

আবদুল হামিদ।

এই স্থলে ইহাও প্রকাশ করা আবশ্যক হইতেছে যে তুর্কীর রাজকীয় সভায় রুশীয় যুদ্ধ ঘোষণা পাঠ হওয়ায় কেবল মুসলমান নহে খৃষ্টান সভ্যগণ পর্য্যন্তও রুশীয়ার বিরুদ্ধে উত্তেজিত হইয়া উঠিয়া ছিলেন। তারে সংবাদ পাওয়া গিয়াছে যে রুশীয় যুদ্ধ ঘোষণা পাঠ সমাপ্ত হইবামাত্র খৃষ্টান সভ্যগণ একের পর অন্যে ক্রমান্বয়ে উঠিয়া প্রকাশ করিয়াছিলেন যে তাহা-

দিগের উপর রুশীয়ার এত দয়া তাহারা প্রার্থনা করে না রুশীয়ার যুদ্ধ ঘোষণা প্রাপ্ত হইয়া ১ লা মে তারিখে ইংলণ্ডের প্রধান মন্ত্রী লর্ডডার্বি সেন্টপিটর্সবর্গ স্থিত ইংলণ্ডীয় দূত লর্ড লফ্‌টস্‌কে নিম্ন লিখিত রূপে যুদ্ধের বিরুদ্ধে পত্র লেখেন।

লণ্ডন বিদেশীয় বিভাগ

১ মে ১৮৭৭।

মহাশয় আমরা রুশীয়গণ কর্ত্তৃক তুর্কী'র বিরুদ্ধে যুদ্ধ যাত্রা করিয়া সৈন্যদিগকে তুর্কীর সীমা অতিক্রম করিবার সংবাদে অত্যন্ত দুঃখিত হইলাম। রুশীয়ার উত্তেজনায় আমরা যে বিজ্ঞাপনীতে স্বাক্ষর করি তাহা দ্বারা তুর্কী'র নিকটে আমরা অব্যবহিত ফলের প্রার্থনা করি নাই, কেবল তুর্কী'র খৃষ্টান প্রজা দিগের ক্রমে যাহাতে উন্নতি হয় ইহাই আমাদিগের উদ্দেশ্য। তাহা দ্বারা ইহাই প্রকাশ থাকে যে তুর্কী'র কার্য্য প্রণালী অন্যান্য রাজগণ কর্ত্তৃক লক্ষিত থাকিবে এবং খৃষ্টানদিগের উন্নতি ও অন্যান্য বিষয়ে তুর্কী' যদি ক্রমান্বয়ে অন্যথাচরণ করেন তখন বিহিত উপায় অবলম্বন করা যাইবে ইহাই বলিয়া আমরা তুর্কী'র নিকট ইহার উত্তর প্রার্থনা করি নাই। যাহা-হউক দুর্ভাগ্য বশতঃ যদিও তুর্কী' ঐ বিজ্ঞাপনীর কথেক২ মর্ম্ম অস্বীকার করিয়া উত্তর দিয়াছেন তথাপি খৃষ্টানদিগের ও অন্যান্য বিষয়ের উন্নতির জন্য তুর্কী' নিজ স্কন্ধে ভার লইয়া-ছেন। এইক্ষণে তুর্কী'র সম্বন্ধে রুশীয়ার কার্য্য সম্পূর্ণ অন্যায় ও আমাদিগের অননুমোদনীয় হইয়াছে। যখন ১৮৫৬ সালের পারিস নগরীয় সন্ধি অনুসারে রুশীয়া ও আমরা সাধারণে

তুর্কীর স্বাধীনতা বিষয়ে হস্তক্ষেপ করিব না বলিয়া বাধ্য আছি ও ১৮৭১ সালের লণ্ডন নগরের সন্ধিপত্রে তাহা আরও দৃঢ়-তর রূপে স্বীকার করিয়াছি, তখন যুদ্ধ ঘোষণা দ্বারা রুশীয়া সেই সন্ধিপত্রের উল্লঙ্ঘন করিলেন তাহার সন্দেহ নাই অতএব আমরা প্রিন্স গর্টসকফ কর্ত্তৃক প্রচারিত বিজ্ঞাপনে বাধ্য নই ॥

(স্বাক্ষর)

ডার্বি।

লর্ডডার্বির এই পত্র ইংলণ্ডীয় সাধারণের গ্রাহ্য হইয়াছে এবং এই পত্র পাইয়া তুর্কীর প্রতিনিধি সভা ব্রিটিস গবর্ণমেন্টকে ধন্যবাদ দিয়াছেন কিন্তু স্পেক্টেটর প্রভৃতি কোন কোন পত্রিকা সম্পাদক লর্ড ডার্বির এই মতকে নিতান্ত ভীরুতা বলিয়া প্রচার করিয়াছেন ॥

—— oo ——

চতুর্থ অধ্যায়।

ইউরোপের সৈন্য সংখ্যা।

তুর্কী গবর্ণমেন্ট ও তাহার অধীনস্থ রাজগণের জন সংখ্যা ১৩০০০০০০ তুর্ক, ১৫০০০০০ আরব, ৬০০০০০ তাতার, টর্কোম্যান এবং জিঙ্গারী, ৫১২৩০০০ রুমেনিয়ান, ২০০০০০০ গ্রীক. ৪৮০০০০০ বল-গেরিয়ান, ৫০০০০০ সার্বিয়ান এবং ৮০০০০০ মুসলমান।ধর্ম্মী বল-গেরিয়ান। সার্বিয়াতে ৪৫০০০০ রোমান কাথলিক এবং ১০০০০০ এলবেনিয়া। সমুদায় সাম্রাজ্যের লোক সংখ্যা প্রায় ৫২০৯২০৬৮
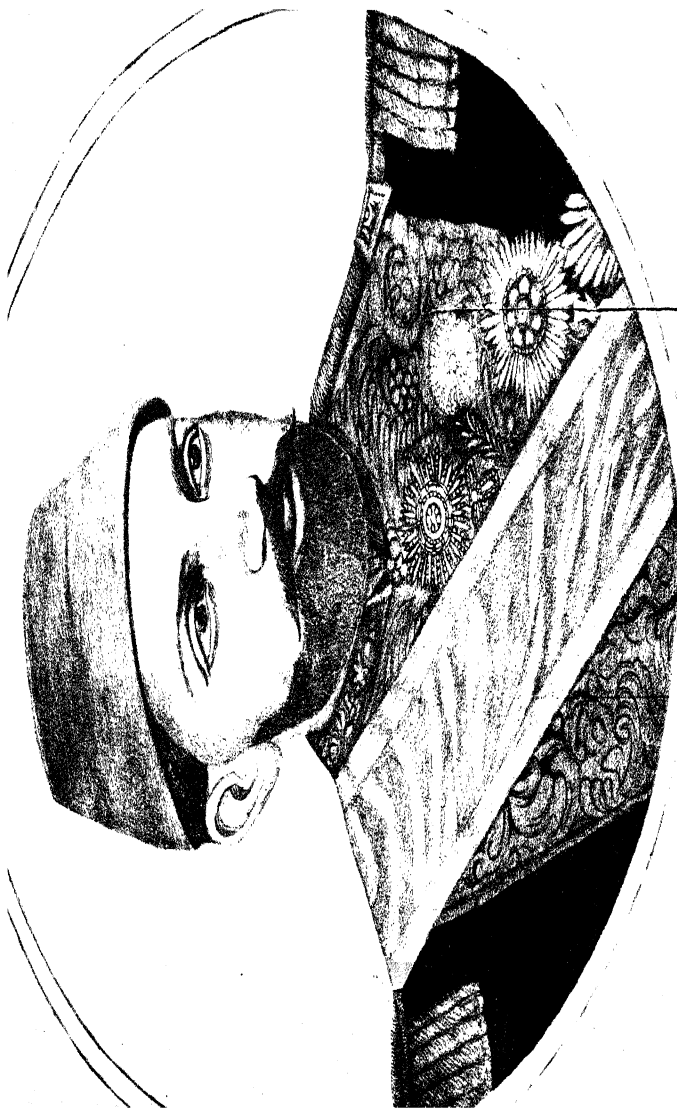
SULTAN ABDUL HAMID II.
সুলতান আবদুল হামিদ ॥

ইহার মধ্যে ১১০০০০০০ নিউবিয়ান, ৫০০০০০০ ইজিপ্সিয়ান এবং ৮০০০০০০ রুমেনিয়ান ও সার্বিয়ান। অন্যান্য স্থলে দৃষ্ট হইবে রুশীয়ার সৈন্য সংখ্যা ১৭৮৯৫৭১ ; জার্ম্মেনী ১২৪৮৮৩৪ ; ফ্রান্স ১১১৮৫২৫ ; অষ্ট্রিয়া ৯৬৪২৬৮ ; ইতালী ৮৭১৮৭১ ; ইংলণ্ড ৬৫৫৮০৮ এবং তুর্কী ৬২৯৭৬৩ জন। তুর্কীর সৈন্য মধ্যে ১৫৪৩৭৬ জন শিক্ষিত ও ৪৭৫৩৬০ জন অশিক্ষিত কিন্তু ইংলণ্ড ভিন্ন অন্যান্য রাজার শিক্ষিত ও অশিক্ষিতের সংখ্যা প্রায় সমান। রণতরীর সংখ্যায় ইংলণ্ডে লৌহরণতরী ৬১ ও অন্যান্য প্রকারের রণতরী ৪৪৯ খান ; ফ্রান্স লৌহরণতরী ৬৩ ও অন্যান্য ৩৬৬ খান। রুশীয়া লৌহরণতরী ৬১ ও অন্যান্য ১২৪ খান। তুর্কী লৌহতরী ৩১, ইতালী ১৭, অষ্ট্রিয়া ১২, জার্ম্মেনী ৮ এবং গ্রীষ ১ খান মাত্র। মন্টেনিগ্রোর অধিবাসী সংখ্যা ১৯০০০০, বার্ষিক আয় প্রায় ৫০০০০৲ টাকা এবং সৈন্য সংখ্যা ২৬০০০ মাত্র ; কিন্তু ইহার প্রায় দৃঢ় ও বলিষ্ঠ ব্যক্তি মাত্রই অস্ত্রধারী। যদিও সৈন্য-দিগের পূর্ব্বোক্ত প্রকারে সংখ্যা করা গেল তথাপি ইহা বলা অত্যুক্তি বোধ হয় না যে আবশ্যক হইলে সবল ও সুস্থ কায় ব্যক্তি মাত্রই সৈন্যমধ্যে গণ্য হইতে পারে। ১২ই জুনের তারের সংবাদে অবগত হওয়া গিয়াছে রুসিয়া ২২০০০০ ও তুর্কী ২০০০০০ সৈন্যকে যুদ্ধক্ষেত্র অবতীর্ণ হইতে আদেশ করিয়াছে। ইলষ্ট্রেটেড লণ্ডন নিউসের যুদ্ধ সংখ্যায় লেপ্টনন্টে কর্ণেল ব্রাকাণ্‌বেরি লিখিয়াছেন যে তুর্কীরা ইউরোপীয় তুর্কীর বালকান বিভাগে ১২৮০০০ সৈন্য নিম্ন লিখিত নিয়মানুসারে স্থাপন করিয়াছেন, উইডিনে ৫৫০০০ ; রুচকে ১৯০০০, সিলিষ্ট্রিয়াতে ১৫০০০, ডব্রুদসাতে ১৭০০০, স্কুমনাতে ১৮০০০ এবং ভার্ণাতে ১৩০০০ এতদ্ভিন্ন বালকান

পর্ব্বতের ধারে প্রায় ৩০০০০ হাজার সৈন্য স্থাপন করিয়াছে। শেষোক্তরা প্রায়ই সোফিয়াজাতি। আর আসিয়াটিক তুরুষ্কে বাটুম নগরে ২২০০০, কারসে ২২০০০; আরদাহানে ১২০০০ এবং এরজারুমে প্রায় ২০০০০ হাজার, মোট সংখ্যা ৭৬০০০ হাজার। রুশীয়ারা এসিয়িক তুরুষ্কের সীমায় পদাতিক ৯৫০০০; অশ্বারোহী ১২০০০ ও ৩০০ শত কামানসহ উপস্থিত হইয়াছে। ইহার মধ্যে আলেকজাণ্ডারপোলে ৩০০০০ হাজার পদাতিক, ৪০০০ অশ্বারোহী এবং ১৩০ টী কামান, আখানিচ্চ নগরে ৬০০০ পদাতিক, ইরিবানে ১০০০০ পদাতিক, ৪০০০ অশ্বারোহী এবং ৫০ টী কামান; উজরগেটিতে ২০০০০ পদাতিক, ১০০০ অশ্বারোহী ও ৪০ টী কামান; টিফ্লিসে ১০০০০ পদাতিক এবং ৩০ টী কামান; স্থকুমক্যালেতে ১০০০০ পদাতিক ও ৪০ টী কামান এবং অবশিষ্ট পদাতিক ও অশ্বারোহীগণ সীমাস্থ অন্যান্য নগরে অবস্থিতি করিতেছে। ডানিউবের তীরে রুশীয়ানদিগের ১০০০০০ পদাতিক, ১২০০০ অশ্বারোহী ৪৪৮ টী কামান স্থাপিত হইয়াছে, ইহাদের প্রধান আড্ডা কিচিনিফ, টিরাস্পল ও অরাসিক নগরে।

এই সকল সৈন্য প্রধান সৈন্যাধ্যক্ষ গ্রাণ্ড ডিউক নিকলাস ও অন্যান্য সৈন্যাধ্যক্ষগণের অধীনে আছে। এতদ্ভিন্ন জারউইচ ও অন্যান্য সৈন্যাধ্যক্ষগণের অধীনস্থ সৈন্যদল রুশীয়ার স্থানে স্থানে আছে।

——00——

পঞ্চম অধ্যায়।

উভয় রাজ্যের রাজা ও প্রধান সৈন্যাধ্যক্ষ দিগের বিবরণ নিম্নে প্রকাশ করা গেল।

রুশীয় সম্রাট দ্বিতীয় আলেক্জাণ্ডার রুশীয় শকের ১৮১৮ অব্দে ১৭ এপ্রিল তারিখে জন্মগ্রহণ করেন। ইনি ইঁহার পিতা প্রথম নিকোলাস এবং প্রসীয় রাজকুমারী সারলোটের জ্যেষ্ঠ পুত্র। ইনি ইহার পিতার তত্ত্বাবধানে জার্ম্মেনীর জেনারল মরডর ও রুশীয়কবি জৌকৌসির নিকট শিক্ষা প্রাপ্ত হন। ইনি ১৮৩১ অব্দে সৈন্যবিভাগে প্রকাশ করেন এবং ১৮৩৫ অব্দে গ্রেনেডের রেজিমেণ্টে কর্ণেল পদ প্রাপ্ত হন। ১৮৪০ অব্দে জার্ম্মেনী পরিভ্রমণ করিয়া কিয়ৎকাল পরে গ্রাণ্ড ডিউক হেসি ডার্মষ্টডের কন্যা রাজকুমারী মেরিয়াকে বিবাহ করেন। ইহার এক্ষণে ছয় সন্তান জীবিত আছে। তন্মধ্যে জ্যেষ্ঠ জারউইচ ও উত্তরাধিকারী গ্রাণ্ড ডিউক আলেক্জাণ্ডার ১৮৪৫ অব্দে জন্ম গ্রহণ করেন এবং ১৮৬৬ অব্দে আমাদের প্রিন্সেস অব ওয়েল-সের ভগিনী ডেনমার্কের রাজকুমারী ডগমারকে বিবাহ করেন। ইনি এক্ষণে রুশীয়ায় ইম্পিরিয়াল গার্ডনামক সৈন্যদলের কর্ত্তৃত্ব করিতেছেন।

তুর্কীর সম্রাট দ্বিতীয় আবদুলহামিদ ১৮৪২ অব্দের ৫ ই সেপ্টেম্বর তারিখে জন্মগ্রহণ করেন। ইনি সুলতান আবদুল মেদজিডের দ্বিতীয় পুত্র। গত বৎসরের ৩১ সে আগষ্ট তারিখে

ইনি ইহার জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা পঞ্চম মুরাদের সিংহাসনচ্যুতের পর সিংহাসনারোহণ করেন। পঞ্চম মুরাদ তাঁহার পিতৃব্য আবদুল আজিজের রাজ্যচ্যুতের পর তিন মাস সিংহাসনে ছিলেন। সুলতান হামিদের অনেক ভ্রাতা আছেন। ইনি আটোমান সাম্রাজ্যের পঞ্চত্রিংশ সম্রাট এবং কনষ্টান্টিনোপলে রাজত্বকারীর মধ্যে ইনি অষ্টাবিংশ। রুশীয় সৈন্যের প্রধান অধ্যক্ষ গ্রাণ্ড ডিউক নিকোলাস নিকোলেভিস রুশীয় সম্রাটের কনিষ্ঠ ভ্রাতা। ইনি ১৮৫৪ অব্দে ওলডেণ বর্গের প্রিন্স পিটারের কন্যা অলেকজাণ্ড্রাকে বিবাহ করেন। ইহার দুই পুত্র তন্মধ্যে জ্যেষ্ঠের বয়স ২০ বৎসর যিনি ইহার সহিত কিচিনিফে অবস্থিতি করিতেছেন। তুর্কীর প্রধান সৈন্যাধ্যক্ষ আবদুল করিম পাসা ক্রমাগত সার্বিয়ানদিগের সহিত যুদ্ধে খ্যাতাপন্ন হন। ইনি তুর্কীর অনেকানেক প্রধান ব্যক্তির ন্যায় ইউরোপে বিদ্যা শিক্ষা করেন। ইনি ভায়েনা নগরে জেনারাল হসলবের নিকট শিক্ষা প্রাপ্ত হন।

——00——

ষষ্ঠ অধ্যায়।

গত ও বর্ত্তমান যুদ্ধের তুলণা।

এস্থলে গত যুদ্ধ সকলের বিষয় লেখা কিছু অসঙ্গত বিবেচনা হয় না। এসিয়া মাইনরের জলবায়ু পূর্ব্বেও এক্ষণকার ন্যায় অসুস্থ ছিল কিন্তু তুর্কীর পূর্ব্বতন সৈন্যগণ এক্ষণকার মত দক্ষছিলনা। সন ১৮২৯ অব্দে রুশিয়ানেরা জেনারেল পেস্কি উইফের অধীনে প্রায় ২০০৩০ হাজার মাত্র সৈন্য লইয়া তুর্কীদিগের কর্ত্তৃক সামান্য রূপ বাধামাত্র পাইয়া তুর্কীর সীমা অতিক্রম করতঃ তুই মাসের মধ্যেই কারস্, আখাসিক, থাকয়ে এবং আরদাহান প্রভৃতি প্রধান প্রধান নগর ও তুর্গ অধিকার করিয়া এরজারুম পর্য্যন্ত অগ্রসর হইয়াছিল; এবং ১৮৫৪ অব্দের জুলাই মাসে রুশীয়ানদিগের প্রধান আড্ডা আলেকজাণ্ডারপুলে স্থাপন করতঃ বাইয়াজিদ অধিকার করিয়া অক্টোবর মাসে কারস আক্রমণ ও বশীভূত করিয়াছিল। কিন্তু এবারে সেরূপ হইবার সম্ভাবনা নাই। এইক্ষণে তুর্কীরা অধিকতর বলবান ও রণদক্ষ হইয়াছে এপর্য্যন্ত রুশেরা কারস্ অধিকার করিতে পারে নাই। যদিও ঘটনা বশত কারস অধিকার করে তাহা হইলে এরজা রুম্ অভিমুখে গমন তুঃসাধ্য হইয়া উঠিবে। কারণ এরজারুম পথে হোসেনকালে নগরে তুর্কীর আহাম্মদ মুক্তিয়ার পাশার অধীনে একদল প্রবল সৈন্য রহিয়াছে। এমন কি তুর্কীরা জিউইন পর্য্যন্ত অগ্রসর হইয়া আলগ্রেড জেলা পর্য্যন্ত অধিকার বিস্তার পুর্ব্বক বেয়াজিদ নগর রুশদিগের

নিকট হইতে কাড়িয়া লইয়াছে। এতদ্ভিন্ন ইহাদিগের সাহায্যার্থে আরও প্রবল সৈন্যদল প্রেরিত হইয়াছে। এবার কয়েক মাস পর্য্যন্ত যে রূপ ক্রমাগত উভয় পক্ষের জয় পরাজয় শূন্য যুদ্ধ চলিতেছে তাহাতে রুশদিগের পক্ষে আসিয়া মাইনরে জয় লাভ বড় সহজ ব্যাপার নহে। কিন্তু ইউরোপীয় তুর্কীতে ১৮২৯ অব্দে জুলাই মাসে রুশীয়ার প্রধান আড্ডা ডানিউব পার হইয়া পরে চেডি ও ভায়না অধিকার করত বলকান পর্ব্বত পার হইয়া আগষ্ট মাসের মধ্যভাগে আড্রিয়ানোপল পর্য্যন্ত অগ্রসর হইয়াছিল। ১৮৫৪ অব্দে ২৩ সে মার্চ্চ তারিখে রুশেরা ডানিউব পার হইয়াছিল কিন্তু তখন তাহাদের সৈন্যসংখ্যা তৃতীয়াংশ ছিল কি না সন্দেহ; এপর্য্যন্ত অন্যান্য বারের ন্যায়ই রুশেরা কৃতকার্য্য হইয়াছে। যদিচ ব্রেলাতে তুর্কীগণ কর্ত্তৃক রুশেরা আক্রান্ত হইয়া ক্রমাগত একমাস অগ্রসর হইতে পারিয়াছিল না, কিন্তু পরিশেষে ব্রেলা রুশদিগের হস্তে পতিত ও রুমেনিয়ানদিগের কালাফাট দুর্গের আক্রমণে তুর্কীর উইডিন হস্তগত হওয়ায় রুশদিগের অনেক পরিমাণে সুবিধা জন্মিয়াছে। তথাপি তুর্কীর বিক্রমে এবার জয়লাভ রুশিয়ার পক্ষে সহজ ব্যাপার নহে। রুশেরা সুয়েজখাল বা কনষ্টান্টিনোপল আক্রমণ না করিলে সম্ভবতঃ ইংরাজেরা কোন রূপে কোন পক্ষে সাহায্য করিবেন না বা ইউরোপের অন্যান্য রাজাদিগের বিশেষ কোন ক্ষতি না হইলে তাহারা কোন পক্ষে যোগদান করিবেন না। সুতরাং এবারে যুদ্ধের পরিণাম সহজে বিবেচনা করা যাইতেছে না এবং জয়শ্রী কোন্ পক্ষকে অবলম্বন করিবে তাহারও কিছুই অনুভব করা যাইতেছে না।

সপ্তম অধ্যায়।

তুর্কীর ভবিষ্যৎ বিভাগ ইত্যাদি।

সম্ভবতঃ এই যুদ্ধে রুশীয়া জয়ী হইলে তুর্কী সাম্রাজ্যের কিরূপ পরিবর্ত্তন সম্ভব তাহা এই অধ্যায়ে বিবৃত হইল। (যদিও রুশীয়া জয়ী হইবার বিশেষ সম্ভাবনা এখনও দৃষ্টি হইতেছে না) যদি রুশীয়া জয়ী হয় তাহা হইলে সম্ভবতঃ ইউরোপীয় তুর্কীর যে অংশে বালকান পর্ব্বতের নিকট ও বলগেরিয়া, রুমেনিয়ার অধীন হইবে এবং নিকসিক প্রদেশ মন্টেনিগ্রোকে প্রদত্ত হইবে।

যদিও কনষ্টান্টিনোপল অধিকারে রুশীয়ার ইচ্ছা সম্পূর্ণ বলবতী তথাপি ইউরোপীয় অন্যান্য রাজার স্বার্থের ব্যাঘাত সম্ভাবনায় রুশীয়া তাহাতে আপাততঃ ক্ষান্ত থাকিয়া টেব্রিজণ্ড ও সাগরতীর এবং আর্ম্মেনিয়া অধিকার করিবেন। মনে কর যে যুদ্ধ দীর্ঘকাল স্থায়ী হইল জার্ম্মেনী. ইতালী এবং গ্রীস রুশের পক্ষে যোগ দিল গতিকেই আর্ম্মেনিয়াতে ভয়ানক যুদ্ধ হইয়া তথাকার প্রধান ও দৃঢ় নগর সকল অধিকৃত হইল সুতরাং টারস পর্ব্বতের দক্ষিণস্থ সমুদয় রাজ্য খারপথ, আরঘাল, ডায়র বেকার ও আলিপো রুশরাজ্যের অন্তর্গত হইয়া গেল এবং সিবিল ও মিলিটারী গেজেটের লেখকের মতানুসারে তুর্কী সিরিয়া, আরব, পারস্য এবং টাইগ্রিস্ নদীর গর্ভ হইতে বিতাড়িত হইবে।

অষ্ট্রিয়ার যুদ্ধ মন্ত্রী বেরণ কুহন ভনস্কুলেন ফেণ্ড কয়েক বৎসর

পূর্ব্বে আসিয়া মাইনর অধিকার বিষয়ে রুশীয়ার অভিপ্রায় প্রকাশ করিয়া যে এক পুস্তিকা বাহির করেন (যাহা অল্পদিন হইল ইংরাজীতে অনুবাদিত হইয়াছে) তাহাতে নিম্ন লিখিত মত প্রকাশিত আছে, যথা——"যদি রুশীয়া কখনও আর্মেনিয়া অধিকার করিতে পারে তাহা হইলে সিরিয়া ও এসিয়া মাইনরও তাহাদের হস্তগত হইবে। তাহা হইলে একদিকে ভূমধ্য সাগর ও তাহার তীরস্থ সমুদায় প্রধান প্রধান নগর ও অন্যদিকে পারস্য উপসাগর পর্য্যন্ত তাহাদিগের অধিকার সহজেই বিস্তৃত হইবে সুতরাং আরব্যসাগরও ভারতসাগরে গমনাগমন তাহা-দিগের পক্ষে সহজ হইয়া পড়িবে। আরও কাস্পিয়ানহ্রদও পারস্যসাগর যাইতে পারিলেই সহজেই ইরাণ, আফ্‌গানিস্থান, বেলুচিস্থান, খিবা (যাহা ১৮৬৮ অব্দে অধিকৃত হইয়াছে) এবং প্রধান বন্দর বোখারা পর্য্যন্ত অধিকার করিতে পারিবে"। এদিকে রুশীয়া এই সকল লইলে জার্ম্মেনী তাহার সাহায্যে বোহিমিয়া নিজ অধিকার ভুক্ত করিয়া বহু দিবসের অভিলষিত হলণ্ড ও বেলজিয়মের সমুদ্রতীর পর্য্যন্ত নিজরাজ্যান্তর্গত করিয়া লইতে পারিবে। ইতালী, কর্সিকা এবং গ্রীস, কাণ্ডিয়া অধিকার করিবে। যদিও এই সকল ঘটে তাহা হইলেও তুর্কীকে সম্পূর্ণ-রূপে ইউরোপ হইতে বিতাড়িত করিতে পারিবেন না কারণ কনষ্টান্টিনোপল ও ঈজিপ্ত তাহাদিগের হস্তগত থাকিবে সুতরাং কৃষ্ণসাগর যাইবার পথ রুশদিগের প্রতিবদ্ধ থাকিবে। যদি এইরূপ ঘটনা ইউরোপে উপস্থিত হয় তাহা হইলে ফ্রান্স স্থির থাকিতে পারিবে না গতিকেই ইউরোপে একটী সাধারণ যুদ্ধ উপস্থিত হইবে যাহার এক পক্ষে সম্ভবতঃ অষ্ট্রিয়া, ইংলণ্ড, ফ্রান্স,

হলণ্ড, বেলজিয়ম ও ডেনমার্ক এবং অন্য পক্ষে রুশীয়া, জার্ম্মেনী, গ্রীস এবং ইতালী থাকিবে।

এইক্ষণে অন্য সকল রাজাই স্থির হইয়া বসিয়া আছেন কেবল ইংলণ্ড তাঁহার ভূমধ্যসাগরস্থ সৈন্যদলের দৃঢ়তা সম্পাদন করিতেছেন। ইউরোপীয় রাজাদিগের এই আশাকে দুরাশা বলা যাইতে পারে, আমাদের ভাষায় প্রবাদ আছে যেমন—“কালনেমির লঙ্কা ভাগ” ইহা তাঁহাদিগের পক্ষে ঠিক তাহাই হইয়াছে। যুদ্ধের পরিণাম এক্ষণ পর্য্যন্ত ভবিষ্যতের গর্ভে নিহিত আছে, কতদিনে যে কিরূপ ঘটিবে অথচ এইক্ষণেই কে কোন রাজ্য লইবেন তাহার নির্দ্ধারণে ব্যতিব্যস্ত রহিয়াছেন।

——oo——

অষ্টম অধ্যায়।

ভারতীয় মুসলমান ও হিন্দুদের মত।

মুসলমান মত।

এই অধ্যায়ে তুর্কী ও রুশের যুদ্ধ ঘোষণা শুনিয়া ভারতীয় মুসলমান ও হিন্দুদের মধ্যে যেরূপ মনের ভাব দাঁড়াইয়াছে তাহাই বর্ণন করা যাইবে। এরূপ ঘটনা সর্ব্বদাই দৃষ্ট হইতেছে যে, যেস্থানেই হউক না কেন যুদ্ধের আলাপ উপস্থিত হইলে প্রায় সাধারণে উত্তেজিত হইয়া আগ্রহের সহিত তাহার আলোচনা আরম্ভ করে; এমন কি আলোচনা হইতে হইতে মত দ্বৈধ জন্মিলে উভয় পক্ষে ভয়ানক গোলযোগ উপস্থিত হয়; কিন্তু

সুখের বিষয় এই যে প্রায় অধিক সংখ্যক ব্যক্তিই তুর্কীর সুখে সুখানুভব করিয়া থাকে। আমরা এই সকল ব্যক্তি মণ্ডলীর মধ্যে বাস করিয়া ইহাই দেখিয়াছি যে কোন কোন বিলাতী সংবাদপত্রে যে লিখিত হইয়াছিল যে ভারতীয় মুসলমানগণ ডিজরেলীর মত পাইয়া উত্ত্যক্ত হইয়াছে তাহার কোনই সত্যতা নাই বাস্তবিক ইঁহারা স্বতঃই ইহাতে মিলিত হইয়াছেন।

লর্ড লিটন কোন রূপ আপন মত প্রকাশ না করিয়া অতিশয় বিজ্ঞতার কার্য্য করিয়াছেন এবং বাঙ্গলার লেপ্টনান্ট গবর্ণর সার রিচার্ড টেম্পলও এই বিষয়ে আপনাকে সম্পর্ক শূন্য রাখিয়াছেন। গবর্ণমেন্টের এই বিষয়ে স্বাতন্ত্র্য দেখিয়া কলিকাতার মুসলমান সম্প্রদায়ের নেতা মৌলবী আবতুল লতীফ খাঁ বাহাতুর ইহাতে হস্তক্ষেপ করিতে ইতস্ততঃ করিয়াছেন কারণ তিনি একজন গবর্ণমেন্টের বেতন ভুক্। উক্ত মৌলবী টাউনহালে বক্তৃতা কালীন স্পষ্টই বলিয়াছেন যেযদি কোন গবর্ণমেন্টের সংস্রব শূন্য ব্যক্তি নেতৃত্ব গ্রহণ করেন তাহা হইলে তাঁহাকে কৃতার্থ মন্য জ্ঞান করেন। এমন কি উত্তর পশ্চিম অঞ্চলের স্থানে স্থানে এইরূপ সম্প্রদায় সময়ে সময়ে গবর্ণমেন্ট কর্তৃক বাধা পাইয়া, ওহাবিদিগের ন্যায় পরিনামের ভয়ে আপনাপন অভিপ্রায় গোপন রাখিয়াছে। এই রূপ আলোচনা যে পাশ্চাত্য শিক্ষার ফল তাহাতে সন্দেহ নাই তথাপি ইহাতে যথেষ্ঠ প্রকারে স্বজাতীর ধর্ম্মের প্রাধান্য দেখা যায়। মোগল সম্রাটদিগের সময়ে যাহাই হউক এক্ষণে ইহা অবশ্যই স্বীকার করিতে হইবে যে ভারতীয় সুন্নিগণ তুর্কীস্থ সুলতানকে তাহাদিগের প্রধান এবং কালিফের বংশ বলিয়া মান্য করে এবং প্রতি শুক্রবারে

ও ইদিল ফেত্তর ও ইদুজ্জোহা উপলক্ষে প্রধান প্রধান মস্‌জিদে তাঁহার নামে খুটবা পাঠ করে। প্রায় সমস্ত শ্রেণীয় মুসলমানেরাই কায়মনোবাক্যে ঈশ্বরের নিকট তুর্কীর মুক্তির জন্য প্রার্থনা করিতেছে। এমন কি যথাসাধ্য অর্থ সাহায্য দানেও কুণ্ঠিত নহে। বহু দিবস হইতেই সিয়া ও সুন্নি সম্প্রদায়ের মধ্যে ঐক্যতা নাই কিন্তু এ ঘটনায় সেই উভয় বিরুদ্ধ সম্প্রদায়ী লোকেই একত্রিত হইয়া কায়মনোবাক্যে তুর্কীর সাহায্য করিতেছে। যুদ্ধের সংবাদ অবগত হইবার ইচ্ছা কেবল শিক্ষিত সম্প্রদায়ের মধ্যেই যে বলবতী এমত নহে সাধারণ শ্রেণীর লোকেও যুদ্ধের সংবাদ জানিবার জন্য সর্ব্বদাই আগ্রহাতিশয় প্রদর্শন করিয়া থাকে। বাঙ্গলা সংবাদ পত্রের সম্পাদকেরা অনেকেই রিউটার কর্ত্তৃক প্রদত্ত তারের খবর প্রচার করিতেছেন। এই বিষয়ে অমৃত বাজার পত্রিকাই সর্ব্বাগ্রে পথ প্রদর্শন করিয়াছেন তিনি প্রথমাবধিই মুসলমান দিগের পক্ষ সমর্থন করিয়া স্বদেশ বাসীদিগকে তুর্কীর সাহায্য প্রদানে উদ্যোগী করিতে ও ঈশ্বরের নিকট তুর্কীর মঙ্গল প্রার্থনা করিতে ত্রুটী করেন নাই। অন্যান্য অনেক সম্পাদকই রুশীয়ার পক্ষ সমর্থন করিয়া তুর্কীকে মনুষ্য শ্রেণী হইতে দূর করিয়াছিলেন কিন্তু এক্ষণে ক্রমাগত তুর্কীর জয়লাভ দৃষ্টে অনেকেই তুর্কীর পক্ষ অবলম্বন করিয়াছেন। এক্ষণে প্রাত্যহিক আনীত সংবাদে তুর্কীর অমঙ্গল সংবাদে সাধারণেই দুঃখিত ও মঙ্গল সংবাদে জয়ধ্বনীতে আনন্দ প্রকাশ করিতে থাকে। কেবল কলিকাতা, বোম্বাই বা মান্দ্রাজ নগর ভিন্ন অন্য অনেকানেক প্রধান প্রধান নগরীতেও তুর্কীর সাহায্যার্থ চাঁদা সংগ্রহ করিতে সিয়া ও সুন্নি

উভয় সম্প্রদায়েই একযোগে কার্য্য করিতেছে। ভারতীয় মুসল মানদিগের দরিদ্রতা স্বত্ত্বেও এপর্য্যন্ত নানা স্থান হইতে নানা প্রকারে প্রায় ১০ লক্ষটাকা তুর্কীতে প্রেরিত হইয়াছে। তুর্কীর সুলতান ও এই বদান্যতা জন্য ইহাদিগকে ধন্যবাদ দিতে ক্রুটী করেন নাই। কলিকাতা নগরীস্থ মুসলমান সম্প্রদায় কর্তৃক যে সভাধিবেশন হইয়াছিল পর অধ্যায়ে তাহাই বিবৃত হইবে।

হিন্দুমত।

অতিশয় আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে কেবল যে মুসলমান সম্প্রদায়ই তুর্কীর সহিত সমদুঃখতা প্রকাশ করিতেছেন এমন নহে অনেক হিন্দুও মুসলমানদিগের উপর চিরবিদ্বেষ পরিত্যাগ করিয়া তুর্কীর দুঃখে দুঃখিত হইয়া কায়মনোবাক্যে তুর্কীর সাহায্যার্থে অগ্রসর হইয়াছেন। টাউনহালে মুসলমানদিগের যে সভাধিবেশন হইয়াছিল তাহাতে এতন্নগরীস্থ পণ্ডিত প্রাণনাথ সরস্বতী মহাশয় যে বক্তৃতা করিয়াছেন তাহাতে এই বিষয়ের সম্পূর্ণ প্রমাণ পাওয়া গিয়াছে; ইনি কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের এম, এ, এবং বিএ, পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া কলিকাতা হাইকোর্টে ওকালতী করিতেছেন; ইনি বিখ্যাত নামা প্রথম হাইকোর্টের বাঙ্গালী বিচারপতি শম্ভুনাথ পণ্ডিতের পুত্র। সংস্কৃত বিদ্যায় ইহার বিশেষ পারদর্শিতা আছে। বোম্বাই নগরের সভাধিবেশনে হিন্দু সম্প্রদায়ের মুখপাত্র স্বরূপ পুণা সর্ব্বজনিক সভা হইতে এক জন সভ্য প্রেরিত হইয়াছিলেন। এতদ্ভিন্ন মৌলবী আবদুল লতীফের যাজ্ঞানুসারে যশোহর প্রভৃতি কয়েকটী জেলা হইতেও হিন্দু সম্প্রদায় কর্তৃক চাঁদা সংগৃহিত ও প্রেরিত হইয়াছে।

অনেকানেক হিন্দু সম্পাদকও চাঁদা দান বিষয়ে স্বদেশীয়দিগকে উত্তেজিত করিতেছেন তন্মধ্যে অমৃতবাজার পত্রিকা সম্পাদক শ্রীযুক্ত বাবু শিশিরকুমার ঘোষই প্রধান ও প্রথম উদ্যোগী। তুর্কীর প্রতি হিন্দুদিগের এত সদয়তার কারণ ইহাই অবগত হওয়া যায় যে রুশীয়ানদিগের সহিত তাহাদের কোনই সম্বন্ধ নাই বরং মুসলমানদিগের সহিত বহুকাল একত্রে বাস নিবন্ধন অনেক পরিমাণে সহানুভূতি জন্মিয়াছে। বিশেষতঃ তুর্কী রুশীয়ানদিগের আপাততঃ প্রধান লক্ষ্য, তুর্কী জয়ী হইলেই রুশদিগের দ্বারা ভারতাক্রমণের বিষয় নিঃসন্দেহ হইতে পারে।

——oo——

নবম অধ্যায়।

কলিকাতাস্থ টাউনহালে মুসলমান সম্প্রদায় কর্ত্তৃক
মুসলমানী ১২৯৩ অব্দের ১৮ই রামাদানে
ইংরাজী ১৮৭৬ সালের ৭ অক্টোবরে
যে সভাধিবেশন হয় তাহার
সংক্ষিপ্ত বিবরণ।

সভাদেশীয় বিভাগ হইতে অনেক দূরে হওয়াও দুর্য্যোগ নিবন্ধন, আশানুরূপ লোক সংগ্রহ হইয়াছিল না তথাপি ধনী সম্প্রদায়ী সকলরূপ মুসলমানই সংগ্রহ হইয়াছিল। পারসীয় ও আরবীয় মহাজন, বোম্বে ও মান্দ্রাজ মহাজন, মহীশূর অযোধ্যা ও মুরশিদাবাদের রাজবংশীয়; জমিদার ও উকীল শ্রেণীস্থ,

কাজী ও মোল্লা এবং নানা প্রকার ব্যবসায়ী ও গবর্ণমেন্টের বেতনভোগী ও পেন্সন প্রাপ্ত প্রায় সাত শত মুসলমান উপস্থিত ছিলেন।

কাজি আবদুল বারির প্রস্তাবে ও সেক ইছুবিন কার্টাসের ও সাধারণ সম্মতিতে শ্রীযুক্ত মৌলবী আবদুল লতীফ খাঁ বাহাদুর সভাপতির আসন গ্রহণ করিয়া নিম্ন লিখিত রূপে সভার কার্য্য আরম্ভ করিলেন। নিম্ন লিখিত বিজ্ঞাপন সভাপতি কর্ত্তৃক পঠিত হইল।

"তুর্কীর মহামান্য সম্রাটের বিপদকালে তাঁহার প্রতি সহানুভূতি দেখান ও যথাসাধ্য সাহায্য করিবার ও আমাদের গ্রেটব্রিটন ও আয়ার্লণ্ডের মহারাণীর ও ভারতেশ্বরীর পুরাতন বন্ধু পোর্টির প্রতি তাঁহার অধীন প্রজাবর্গ কর্ত্তৃক সহানুভূতি দেখাইবার নিমিত্ত নিম্ন লিখিত ব্যক্তিগণ কর্ত্তৃক ১৮৭৬ সালের ৭ ই অক্টোবর তারিখে বেলা ১ টার সময় টাউনহালে এই সভা আহ্বান করা হইয়াছে।

কাজি আবদুলবারি
মাহাম্মদ রহিমুদ্দীন
(মহীশূর বংশ)
মির্জা জাহান কাদের
(অযোধ্যা বংশ)
মাহাম্মদ নসিরুদ্দীন
হাইদার (মহীশূর বংশ)
আবদুল লতীফ
হাজী আবদুল ওয়াহিদ

হাজী মাহাম্মদ খুনজী
সেক ইছুবিন কার্টাস
মাহাম্মদ আবদুল রউফ
হাজী সালিমামুদ ইলিয়াস
নোয়াজিস্ হোসেন
হাজী নুর মাহাম্মদ
সেক আবদুল্লা ডগমান
হাজী ইব্রাহিম সলিমান

তৎপরে সমবেত সভ্য মণ্ডলীকে ধন্যবাদ দিয়া যে কারণে সভাহ্বান হইয়াছে, তুর্কীর সম্বন্ধে যেরূপ যেরূপ ঘটনা চলিয়া আসিতেছে প্রভৃতি ঘটনাবলী বিবৃত করিয়া প্রায় ২ ঘন্টা পর্য্যন্ত বক্তৃতা করিয়া শেষে মহীশূরের টীপু সুলতানের প্রপৌত্র কুমার রহিমুদ্দীনকে প্রথম প্রস্তাব করিতে অনুরোধ করিয়া উপবেশন করিলেন।

প্রথম প্রস্তাব।

মহীশুর বংশীয় প্রিন্স মাহাম্মদ রহিমুদ্দিন কর্ত্তৃক প্রস্তাবিত নাখোদা হাজি আবদুল ওয়াহিদের সম্মতিতে সাধারণের গ্রাহ্য হইয়া ধার্য্য হইল যে।

ভারতীয় মুসলমানগণ কর্ত্তৃক তাহাদিগের ধর্ম্মের প্রধান তুর্কীর মহামান্য সুলতানের প্রতি কিরূপ সহানুভূতি প্রদর্শন করা হইতেছে তাহা অবগত করান হয়।

দ্বিতীয় প্রস্তাব।

অযোধ্যা বংশীয় প্রিন্স মির্জ্জাজাহান কাদের বাহাদুর কর্ত্তৃক প্রস্তাবিত এবং মির্জ্জা মাহাম্মদ বাকর সিরাজির সম্মতিতে সাধারণের গ্রাহ্য হইয়া ধার্য্য হইল যে——

গ্রেটব্রিটেন ও আয়ার্লণ্ডের মহারাণী এবং ভারতেশ্বরী কর্ত্তৃক (নানাবিধ বিঘ্ন সত্ত্বেও) তুর্কীর বিপদকালে যেরূপ সহানুভূতি প্রদর্শিত হইতেছে তজ্জন্য শত শত ধন্যবাদ দেওয়া হয়।

তৃতীয় প্রস্তাব।

মহীশূর বংশীয় প্রিন্স মাহাম্মদ কামিলুদ্দিন কর্ত্তৃক প্রস্তাবিত এবং অযোধ্যার নবাব পুত্র প্রিন্স কারাহোসেন বাহাদুরের সম্মতিতে সাধারণ কর্ত্তৃক গ্রাহ্য হইয়া ধার্য্য হইল যে——

ভারতীয় মুসলমানগণের পক্ষ হইতে শ্রীযুক্তা ভারতেশ্বরীর প্রতি এক খান অভিনন্দন পত্র লিখিত হইয়া শ্রীযুক্ত লেপ্টেনান্ট গবর্ণর সাহেবের হস্ত দিয়া মহামান্য গবর্ণর জেনেরল বাহাদুরের নিকট হইতে বিলাতে প্রেরিত হয়। এইরূপে ক্রমিক সাতটী প্রস্তাব হইলে কলিকাতা হাইকোর্টের ভূতপূর্ব্ব বিচারপতি মৃত শম্ভুনাথ পণ্ডিতের পুত্র প্রাণনাথ পণ্ডিত সভাপতির অনুমতি লইয়া একটি বক্তৃতা করিলেন। তৎপরে মৌলবী মাহাম্মদ জুহুরুল হকের প্রস্তাবে নবাব কারামুৎ উদ্দৌলা বাহাদুরের সম্মতিতে সাধারণের গ্রাহ্য হইয়া ধার্য্য হইল যে নিম্ন লিখিত ব্যক্তিগণ এই সভার প্রস্তাবিত বিষয় সকল কার্য্যকারী করিতে ক্ষমবান হইবেন এবং মনে করিলে আবশ্যক মত অন্য ব্যক্তিকেও আপনাদের শ্রেণীভুক্ত করিতে পারিবেন।

প্রিন্স মহাম্মদ রুহিমুদ্দীন
,, ,, আনওয়ার সা
,, ,, বাহ্রাম সা
,, আহম্মদ হলিমুজ্জমান
} মহীশূর বংশীয়।

প্রিন্স মির্জ্জা জাহান কাদের বাহাদুর
,, ,, কুমুর কাদের বাহাদুর
,, ,, কারা হোসেন বাহাদুর
} অযোধ্যা বংশীয়।

কাজি অবাদুল বারি
নবাব আমির আলী খাঁ বাহাদুর
মৌলবী আবদুল লতীফ খাঁ বাহাদুর
নবাব ইৎমাৎ-উদ্দৌলা বাহাদুর
,, কারামুৎ উদ্দৌলা বাহাদুর
} ভূতপূর্ব্ব নবাব আলি নকীখাঁর বংশ।

প্রিন্স মাহাম্মদ নসিরুদ্দীন হাইদার
,, ,, ফিরোজ সা
,, ,, ওয়ালগার সা
,, ,, ওহাজুদ্দীন
,, ,, কামালুদ্দীন
} মহীশূর বংশীয়।

হাজি আবদুল কবিক সিরাজি
সৈয়াদ সেদিক স্থু ষ্ট্রি
নাকোদা হাজি আবদুল ওয়াহিদ হাজিক জামাল্লুদ্দীন
হাজি মাহাম্মদ জাফর ইসফালী
নাখোদা হাজি মাহাম্মদ থুনজী
নবাব সৈয়াদ মাহাম্মদ মেদিখাঁ
(চিৎপুর বংশ)
নবাব গোলাম রবানি
(মহীশূর বংশ)
মির্জা মাহাম্মদ বাকর সিরাজি
সায়দ মাহাম্মদ আলি স্থুষ্ট্রী
সেক ইছু বিন কারটাস
ইৎমাৎ উদ্দৌলা বাহাদুর
সামা দ্দৌলা বাহাদুর
কনক দ্দৌলা বাহাদুর

মৌলবী মাহাম্মদআবদুল রুউফ
নাখোদা হাজী নুর মামুদ
সেক মোরাদ আলি
,, উজির আলি
হাজি সালি মামুদ ইলিয়াস
মৌলবী আমির আলি
(বারিষ্টার)
,, আবদুল জব্বার
মুন্সী মৌয়াজিস্ হোসেন
থুনী সোদ্দৌলা বাহাদুর
সেক খোদা বক্স
মির্জা মাহাম্মদ আলি
(কাশ্মীর)
নাখোদা হাজি হামিদ
সেক আবদুল্লা ডগমান
মির্জা মাহাম্মদ আলি
হাজি করিম বক্স
মৌলবী সিরাজউল ইছলাম

হাজি ইব্রাহিম সোলেমান
মৌলবী ফজলি আলি
হাজি জিউল বকস
মৌলবী মাহাম্মদ জুহুরুলহক
,,   আহাম্মদ
,, আবুল ফাজল আবদুলরহমন
,, আবদুল মির আবদুল সুভান
হাকিম্ সৈয়দওয়ারিস আলিখাঁ

হাজি আবদুল্লা আর্মি
,,   আবদুল লতীফ আহাম্মদ
,,   হোসেন ইব্রাহিম ডুবনি
হাজিফ মাহাম্মদ হাতিম
খাজে আবদুল আজিজ
,,   আহাম্মদ উদ্দৌলা
কাসিম আরিফ ভাম
মুন্সী কুলীখুর রহমন

মৌলবী আহাম্মদের প্রস্তাবে হাজী মাহাম্মদ জাফর ইস-ফালীর সম্মতিতে সভাপতিকে ধন্যবাদ দিয়া সভাভঙ্গ হইল।

অতঃপর ১৮৭৬ সালের ১৭ অক্টোবর তারিখে শ্রীযুক্ত মৌলবী আবদুল লতীফ খাঁ বাহাদুরের বাড়ীতে একটী সাধারণ সভা আহবান হইয়া তাহাতে সমুদায় কার্য্য নির্ব্বাহক একটী বিশেষ কমিটী নিযুক্ত হইয়া কতক গুলি নিয়ম ধার্য্য হয় বাহুল্য ভয়ে তাহা উদ্ধৃত করিতে ক্ষান্ত থাকিলাম। এই সভা হইতে গ্রেট-ব্রিটন ও আয়ার্লণ্ডের মহারাণী ও ভারতেশ্বরীর নিকট এক আবেদন পত্র প্রায় ৯ হাজার মুসলমান কর্ত্তৃক স্বাক্ষরিত হইয়া প্রেরিত হয়।

নিম্ন লিখিত পত্র গুলি তুর্কীর বোম্বাইস্থ রাজ প্রতিনিধির নিকট হইতে মৌলবী আবদুল লতীফ খাঁ বাহাদুর প্রাপ্ত হন।

বোম্বাই ২৯ মার্চ্চ ১৮৭৬।

মহাশয়! তুর্কীর আহত ও মৃত ব্যক্তিদিগের সাহায্যার্থ আপনাদিগের কর্ত্তৃক সাহায্য প্রদানের উদ্যোগে আমরা অতিশয়

সন্তোষ হইয়া ইচুবিন কারটাস মহাশয়ের যোগে এই পত্র পাঠা-ইয়া ইহার উত্তর আশায় থাকিলাম।

মহাশয়ের বাধ্য

হোসেন

তুর্কীর বোম্বাইস্থ প্রতিনিধি।

বোম্বাই ৪ এপ্রেল ১৮৭৭।

মহাশয়! আমি অতিশয় আহ্লাদের সহিত প্রকাশ করি-তেছি যে তুর্কীর আহত ও পীড়িত সৈন্যগণের সাহায্যার্থে মহা-শয়গণ কর্ত্তৃক প্রেরিত অর্থ তুর্কীর সাধারণে অতিশয় আহ্লাদের সহিত গ্রহণ করিয়াছেন এবং এতদূর দেশস্থ স্বধর্ম্মীদিগের সহানু-ভূতি দর্শনে সাধারণ প্রজা ও স্বয়ং সুলতান আপনাদিগকে ধন্যবাদ দিয়া প্রধান মন্ত্রী মহাশয়ের দ্বারা আমাকে জানাইয়াছেন, তদনুসারে আমি মহাশয়কে এই পত্র লিখিলাম।

(স্বাক্ষর)

হোসেন

বঃ শ্রীযুক্ত মৌলবী আবদুল লতীফ খাঁ বাহাদুর

বোম্বাই জুলাই ৬। ১৮৭৭ সাল।

মহাশয়! আমাদের প্রধান মন্ত্রী মহাশয় আপনাদিগকে যে ধন্যবাদ সূচক পত্র আমার নিকট প্রেরণ করিয়াছিলেন অত্রপত্র মধ্যে আমি তাহা প্রেরণ করিলাম।

হোসেন

বোম্বাইস্থ তুর্কীর প্রতিনিধি।

তুর্কীর প্রধান মন্ত্রী শ্রীযুক্ত ইধাম পাসার নিকট হইতে শ্রীযুক্ত মৌলবী আবদুল লতীফ খাঁ বাহাদুরের প্রতি।

মহাশয়! গত সার্ব্বিয়া যুদ্ধে হত সৈন্যদিগের স্ত্রী পুত্র পরিবা-রের ও আহত ও পীড়িত সৈন্যদিগের সাহায্যার্থে মহাশয়গণ কর্ত্তৃক যে অর্থ প্রেরিত হইয়াছে তাহা তুর্কীস্থ জন সাধারণ কর্ত্তৃক অতি সমাদরে গৃহীত হইয়া বিশেষ কমিটীর হস্তে ন্যস্ত হইয়াছে। আপনাদের এই উদ্যোগে আমরা সকলে ও সুলতান নিজেও যথেষ্ট সন্তোষ হইয়াছেন। আর যাহারা এই অর্থ হইতে সাহায্য পাইতেছে তাহাদিগের অতিদূরস্থ সমধর্ম্মীদিগের এত সহানুভূতি দেখিয়া তাহারা আনন্দে উদ্বেলিত হইতেছে আর সর্ব্বশক্তিমান পরমেশ্বরের নিকট জন্ম জন্ম আপনাদের এই সদনুষ্ঠানের পুরস্কার প্রার্থনা করিতেছেন।

ইব্রাহিম ইধাম

প্রধান উজীর।

কলিকাতাস্থ মুসলমান সম্প্রদায় কর্ত্তৃক অন্য ধর্ম্মাবলম্বীদিগের নিকট নিম্ন লিখিত আবেদন পত্র প্রেরিত হইয়াছে। ভ্রাতৃগণ! যদি আমরা ইহা বলিয়া আহ্বান করিতে পারি, তবে আমরা আপনা-দিগের নিকট দয়াময়ের নামে প্রার্থনা করিতেছি যে এই গত ভয়ানক যুদ্ধ যে সূত্রে যে ঘটনায় আরম্ভ হইয়াছে তদবস্থায় তাহা কর্ত্তৃক হত ও আহত ব্যক্তিদিগের উপকারার্থে, আমাদের সকলের সমবেত হইয়া কার্য্য করা উচিত; আমরা তুর্কী গবর্ণমেন্টের বোম্বাই নগরস্থ প্রতিনিধি কর্ত্তৃক বিদিত হইয়াছি যে আমাদিগের কর্ত্তৃক যে পরিমাণ অর্থ তুর্কীর হত ব্যক্তিদিগের স্ত্রী পুত্র পরিবারের ও আহত ব্যক্তিগণের সাহায্যার্থে প্রেরিত হইবে তাহাই তুর্কী কর্ত্তৃক সাদরে গৃহীত হইবে, সেই আশয়ে আশান্বিত হইয়া আমরা আপনাদিগকে জানাইতেছি যে,——

হে খৃষ্ট ধর্ম্মাবলম্বী ভ্রাতৃগণ! যদিও এই যুদ্ধে আপনাদিগের স্বধর্ম্মাবলম্বী গণও তুর্কীর মুসলমানের ন্যায় সমান অবস্থা ভোগ করিতেছে, তথাপি আপনাদিগের দয়া ভুবন বিখ্যাত জন্য আমরা সাহসী হইয়া প্রথমেই আমাদিগের স্বধর্ম্মাবলম্বীর সাহায্যার্থে আপনাদিগের নিকট প্রার্থনা করিতেছি।

মুসলমানগণ! আপনাদিগকে আর অধিক কি জানাইব আপনারা পরমেশ্বরের নিয়মে বাধ্য হইয়া স্বজাতীয়দিগের সাহায্য প্রদানে বাধ্য।

হিন্দুগণ! আপনাদিগের দয়া জগৎ বিখ্যাত, আপনাদিগের নিকট ধর্ম্ম ও পাত্র বিবেচনা নাই, এমন কি আপনারা যে সমুদ্র পার হইতে পারেন না; আপনাদের দয়া সে সমুদ্র সহজেই উত্তীর্ণ হইয়া দিগ্‌দিগন্ত ব্যাপ্ত হইয়াছে।

বৌদ্ধ ও জৈনগণ! মনুষ্য দুঃখ নিবারণ ও মনুষ্য জীবনে শান্তি স্থাপনের উদ্দেশ্যে আমরা সাহসী হইয়া আপনাদিগের নিকট যাচ্ঞা করিতেছি।

জোরোষ্টারিয়ানগণ! আপনারা তুর্কীর সহিত বাণিজ্যসূত্রে যেরূপে আবদ্ধ তাহাতে তাহার বিপদকালে আপনাদিগের নিকট যথেষ্ট পরিমাণ সাহায্য প্রাপ্তির দাবী তাহারা করিতে পারে।

হিন্দু, জিউস, খৃষ্টান, বৌদ্ধ, জৈন এবং পার্সী ভ্রাতৃগণ এইক্ষণে আমরা আপনাদিগের নিকট সবিনয়ে প্রার্থনা করিতেছি যে তুর্কীর এই বিপদকালে আপনারা যথাশক্তি সাহায্য প্রদানে আমাদিগকে বাধ্য করেন। সাহায্যার্থী ব্যক্তিগণ আমাদের কমিটীর সেক্রেটারী মহীশূর বংশীয় প্রিন্স নসীরুদ্দীন হাইদারের নিকট অর্থ পাঠাইলে তাহা যথাস্থানে প্রেরিত হইবে।

নিবেদক	মির্জ্জা মাহাম্মদ বাকর সিরাজি
আবদুল লতীফ	আবদুল রউফ
মাহাম্মদ রহীমুদ্দীন	সায়দ মাহাম্মদ মেদি
জাহান কাদের মির্জ্জা	সেখ মোরাদ আলি
নসিরুদ্দীন হাইদর	

এতদ্ভিন্ন মান্দ্রাজ হইতেও একখানি এইরূপ সাহায্যপ্রার্থী পত্রিকা বাহির হইয়াছে।

——০০——

দশম অধ্যায়।

নিম্নে এ পর্য্যন্ত যুদ্ধ সম্বন্ধীয় যে সকল তারের সংবাদ আসিয়াছে তাহাই প্রকাশিত হইল।

এদিকে যুদ্ধ সংক্রান্ত এই সকল ঘটনা প্রকাশ হইবার অব্যবহিত পরেই রুশেরা ডানিউব পার হইয়া বালকান্ পর্ব্বত অতিক্রম করিয়াছে, কিন্তু স্থানে স্থানে বিতাড়িত ও হইয়াছে। তুর্কীরা কনষ্টান্টিনোপল ও আড্রিয়ানোপল নগর বাসী সবল ও সুস্থ্যকায় ব্যক্তি মাত্রকেই যুদ্ধার্থে আহবান করিয়াছেন এবং রুশীয়াও তাঁহার রক্ষিত সৈন্য দলকে দেশ হইতে আহবান করিয়াছেন। রুশেরা যদিও রুচক নগর নষ্ট করিয়াছেন, তথাপি রুচক ও সিলিষ্ট্রিয়া অধিকার করিতে পারেন নাই। তুর্কেরা ডানিউবের তীর ভিন্ন সর্ব্বত্রই সাহসের ও দক্ষতার সহিত যুদ্ধ করিয়াছে।

আসিয়াতে রুশেরা সম্পূর্ণ রূপে পরাজিত হইয়া তুর্কীর সীমা পরিত্যাগ করিয়াছেন।

এইরূপ রাষ্ট্র যে ইতালী, জার্ম্মেনী এবং রুশীয়া এক যোগী হইয়াছেন। মিধাত পাসা তুর্কীর পক্ষ হইয়া ভায়েনা নগরে গিয়াছেন। লিভান্টবাসী মুসলমানেরা ক্ষিপ্তপ্রায় হওয়ায় তত্রত্য অন্যান্য রাজদূত আপনাপন রাজাকে যুদ্ধজাহাজ প্রেরণে অনুরোধ করিয়ছেন। রুশেরা ফিলোপলিশ ও আড্রিয়ানোপলের মধ্যে সংবাদ দিবার সমুদায় উপায় বন্ধ করিয়াছে, রুমেসিয়া নিকপলিশ অধিকার করিয়াছে কিন্তু তুর্কীরা সিষ্টোবা কাড়িয়া লইয়াছে।

সারভার পাসা বিদেশীয় রাজমন্ত্রী হইয়াছেন।

২ আগষ্ট তারিখে রুশিয়ানেরা প্লেবনাতে পরাস্থ হইয়াছে তাহাতে রুশিয়ানদের ৮০০০ হত ও ২৪০০০ আহত হইয়াছে। ৩১ জুলাই তারিখে রুশেরা রাউফ পাসাকে পরাজয় করিয়া এস্কিসাগ্রা অধিকার করে, পরক্ষণেই সলিমান পাশা রুশদিগকে তাড়াইয়া দিয়া তাহাদিগের কতিপয় কামান কাড়িয়া লইয়াছেন।

রুশ সৈন্যের যাতায়াতে রেলওয়েতে অন্যান্য যাত্রী যাতায়াত বন্ধ হইয়াছে।

আহাম্মদ মুক্তিয়ার পাশা কর্ত্তৃক রুশেরা পদে পদে এসিয়াতে পরাস্ত হইতেছে।

রুশ তুরুষ্ক সীমায় তুরুষ্কের অশ্বারোহীদলকে এক দল প্রবল রুশসৈন্য আক্রমণ করে কিন্তু সহসা ঝটিকা উপস্থিত হওয়ায় যুদ্ধ ক্ষান্ত হইয়াছে; উপস্থিত যুদ্ধে রুশদিগের সহিত সার্ভিয়া ও গ্রীসের মিলন সম্ভাবনা করা যাইতেছে।

রোমিনিয়ার বিদ্রোহীরা তুর্কদিগের দ্বারা সম্পূর্ণরূপে পরাস্ত হইয়াছে।

সলিমান পাশা বলকান্ পর্ব্বত পার হইয়াছেন। তুর্কীর বাগদাদস্থ ১৫০০০ হাজার সৈন্য কনষ্টান্টিনোপলে আহূত হইয়াছে।

রুশেরা এপর্য্যন্ত সিপকা পথ অধিকারে রাখিয়াছে, উভয় পক্ষই শীতকালিক যুদ্ধের আয়োজন করিতেছে। জার্ম্মেণী ও অষ্ট্রিয়া একযোগে রুশ আহতদিগের উপর অত্যাচার হইতে ক্ষান্ত হইবার জন্য তুর্কীকে অনুরোধ করিয়াছেন, কিন্তু তুর্কীই রুশদিগের অত্যাচারের কথা বলিয়াছেন।

২৫ শে আগষ্ট। মাহামেট পাশা সংবাদ দিয়াছেন যে এস্কিজিমাতে রুশীয় ১৪ দল সৈন্য তুর্কী ২ দল সৈন্য কর্ত্তৃক পরাজিত হইয়াছে।

সিপকা পাসে ২৩ তারিখে প্রাতে ৪টা হইতে বৈকাল পর্য্যন্ত ক্রমাগত যুদ্ধ হইয়াছে। কোন পক্ষেই জয় পরাজয় নাই কিন্তু রুশীয় অনেক সৈন্য হত হইয়াছে।

২৬শে আগষ্ট। সিপকাপাসে ২৪ হইতে ২৫ শে পর্য্যন্ত ক্রমাগত যুদ্ধ চলিতেছে; সলিমান পাশা সম্বাদ দিয়াছেন ২৩ শে তারিখে রুশেরা সম্পূর্ণ পরাস্ত হইয়াছে। তুর্কীরা গাব্রোবা অভিমুখে যাইতেছে।

সলিমান পাশা সিপকা পথ অধিকার করিয়াছেন এবং গাব্রোবা আক্রমণ করিয়াছেন।

২৭শে। রুশ সৈন্যাধ্যক্ষ ডরোসিস্কি সিপকাপথে হত হইয়াছেন। আহাম্মদ মুক্তিয়ার পাশা সংবাদ দিয়াছেন যে কিজিল-

হামেদ মুকতার পাশা।

আবদুল করিম পাশা।

সরদার মাহাম্মেদ আলি পাশা।

মেবাত পাশা।

হোসেন আবনি পাশা।

টেপে ভয়ানক যুদ্ধের পর তিনি জয়লাভ করিয়াছেন ঐ যুদ্ধে রুশ সৈন্যাধ্যক্ষ টারগু কোসক ও ৪০০০ রুশ ও ১২০০ শত তুর্কী হত হইয়াছে।

২৯ শে। তুর্কী লণ্ডণে সংবাদ পাঠাইয়াছেন যে যদি গ্রীকেরা থেসেলী আক্রমণ করে তাহা হইলে তাঁহারা আথেন্স নগর আক্রমণ করিবেন।

সলিমান পাশা সংবাদ দিয়াছেন যে রুশদিগের সহিত ক্রমাগত ৬ দিনের যুদ্ধের পর তিনি জয়ী হইয়াছেন ঐ যুদ্ধে ৬০০০ হাজার রুশ হত হইয়াছে।

৩০ শে। রুশেরা বলিতেছে সিপকাপথে তাহাদের ২ ৮০ জন সৈন্য ও ৯৫ জন কর্ম্মচারী আহত হইয়াছে। হত্যার এখনও সংখ্যা হয় নাই। প্লেবনাতে ওসমান পাশার ৭৫০০০ হাজার সৈন্য ও ২০০ শত কামান আছে। সলিমান পাশা এক্ষণে রুশদিগের হইতে ১৫০ পদ দূরে আছেন এবং কামান দ্বারা পথ পরিষ্কার করিবার উদ্যোগে আছেন। রুমেনিয়ান সৈন্যেরা নিকপলিতে ডানিউব পার হইয়া প্লেবনার নিকট উপস্থিত হইয়াছে।

৩১ শে। সলিমান পাশা সিপকাপথে কামন ছাড়িতে আরম্ভ করিয়াছেন। শীঘ্রই একটী ভয়ানক যুদ্ধের সম্ভাবনা আছে।

১ সেপ্টেম্বর। তুর্কীর প্রধান সৈন্যাধ্যক্ষ সংবাদ দিয়াছেন যে কারাহাসা নগরে ৯ ঘন্টা যুদ্ধে ক্রমে জয় পরাজয়ের পর অবশেষে তুর্কীরা জয়ী হইয়া রুশদিগের পশ্চাদ্ধাবিত হইয়াছিল এই যুদ্ধে রুশদিগের ৪০০০ ও তুর্কীর ৩০০০ হাজার সৈন্য হত হইয়াছে। প্রিন্স চার্লস রুশ ও রুমেনিয়ার মিলিত সৈন্যের অধ্যক্ষতা গ্রহণ করিয়াছেন।

মেহেমেট আলি সংবাদ দিয়াছেন যে বেকার পাশার অশ্বারোহী সৈন্যেরা আশ্চর্য্য দক্ষতার সহিত যুদ্ধ করিতেছে।

২ রা। সংবাদপত্রের সংবাদ দাতারা মেহেমেটআলীর ৩০ শে তারিখের জয় স্বীকার করিয়াছেন। রুশেরা প্রকাশ করিয়াছে যে রুশদিগের অগ্রগামী সৈন্যদল ১২০০০ হাজার তুর্কীর সহিত যুদ্ধে ক্রমে ৬।৭ বার জয় পরাজয়ের পর অবশেষে তাহাদের প্রধান আড্‌ডায় ফিরিয়া আসিতে বাধ্য হইয়াছে।

ওসমান পাশা সংবাদ দিয়াছেন যে ১৩০০০ হাজার রুশীয়ানের সহিত ক্রমান্বয়ে যুদ্ধের পর ৩১ শে তারিখে তিনি জয়লাভ করিয়াছেন। তদপর আর বিশেষ নূতন ঘটনা ঘটে নাই।

৩ রা। রুশিয়ান প্রধান সৈন্যাধ্যক্ষ গ্রাণ্ড ডিউক নিকোলাস এসিয়া মাইনরে সেনাপতি মেলিকফকে স্থানান্তরিত করিয়া নিজেই অধ্যক্ষতা গ্রহণ করিয়া ৩১ শে তারিখে প্লেবনাতে ওসমান পাশার সমুদায় আক্রমণই হটাইয়া দিয়াছেন। ৬০০ শত রুশ সৈন্য হত হইয়াছে।

৪ সেপ্টেম্বর। সলিমান পাসা গ্রাব্রোবা গমনের পথে সৈন্য স্থাপন করিয়াছেন।

৫ সেপ্টেম্বর। তুর্কীরা সুকমক্যালে পরিত্যাগ করিয়াছেন। রুশেরা প্রকাশ করিতেছে যে গতকল্য তাহারা লোভাট্‌জ অধিকার করিয়াছে। ডেলি নিউসের সংবাদ দাতা প্রকাশ করিয়াছেন যে ৩১ তারিখে রুশেরা প্লেবনাতে জয়লাভ করিয়াছে। তুর্কীদের প্রায় ২ হাজার সৈন্য হত হইয়াছে।

শনিবারে রুশেরা কাডিকোই আক্রমণ করে কিন্তু ১ শত লোক হত হইয়া পশ্চাদ্গামী হয়। শীঘ্রই একটী ভয়ানক

যুদ্ধের সম্ভাবনা আছে। আবদুল করিমপাশাও রেডিফপাশা লেমনস্ নামক স্থানে দ্বীপান্তরিত হইয়াছেন।

৭ সেপ্টেম্বর। মেহেমেট পাশা সংবাদ দিয়াছেন যে তিনি রুশদিগকে লম নদীর পারে তাড়াইয়া দিয়াছেন। রুশদিগের ৩ হাজার ও তুর্কদের ৯ শত সৈন্য হত হইয়াছে। প্লেবনাতে গত কল্য হইতে যুদ্ধ আরম্ভ হইয়াছে। ফল এ পর্য্যন্ত জানা যায় নাই।

১০ সেপ্টেম্বর। প্লেবনাতে অনবরত বোম নিক্ষেপ করা হইতেছে। রুশেরা ৫ শত সৈন্য নষ্টের পর দক্ষিণ শেখর অধিকার করিয়াছে।

১২ সেপ্টেম্বর। প্লেবনাতে কামান ছোড়া চলিতেছে। সোফিয়ার রাস্থাতে রুশ অশ্বারোহীরা তুর্কী ৯ম অশ্বারোহী দলকে পরাস্থ করিয়াছে। প্লেবনার নিকট রুশদের ৮০ হাজার সৈন্য ও ৩৫৬টী কামান ও তুর্কদের ওসমাম পাশার অধীনে ৬০ হাজার সৈন্য ও ২২০টী কামান আছে। রুশেরা নিকোপলিসে ডানিউবের উপর আর একটি সেতু প্রস্তুত করিয়াছে।

১৩ ই। রুশেরা ক্রমাগত ৩টা হইতে রাত্রি ১১টা পর্য্যন্ত ভয়ানক রক্তারক্তির পর প্লেবনা অধিকার করিয়াছে। কিন্তু তাহাদের ২ জন সৈন্যাধ্যক্ষ হত একজন আহত ও ৫ শত সৈন্য আহত হইয়াছে। হতের সংখ্যা হয় নাই।

১৪ ই। সলিমান পাশা বলকান পার হইয়া গাব্রোবার ১০ মাইল দক্ষিণস্থ স্থান সকল অধিকার করিয়াছেন। হাজিফ পাশা মন্টেনিগ্রোর সৈন্যগণকে ভয়ানক রূপে পরাস্থ করিয়াছে।

১৭ ই। প্লেবনাতে রুশদের সমুদায়ে ৩ শত আফিসর,

১২ হাজার সৈন্য ও রুমেনিয়ার ৩৬ শত সৈন্য হত হইয়াছে! ১১ই তারিখে রুশেরা টির্ণোবা পরিত্যাগ করিয়া বেলাতে প্রস্থান করিয়াছে। ১৫ ই তারিখে মেহেমেট পাশা রুশ দ্বাদশ সৈন্য দলকে পরাস্থ করিয়া বেনিকলম পর্য্যন্ত তাহাদের পশ্চাদ্গামী হইয়াছেন। বেকার পাশার অশ্বারোহী সৈন্যদল অতিশয় দক্ষতার সহিত কার্য্য করিতেছে। সলিমান পাশা সিপকা পথের অন্তঃর্গত নিকোলাস দুর্গ অধিকার করিয়াছেন।

১৮ ই। জাস্ত্রানদী তীরস্থ গ্রাণ্ড ডিউক আলেকজাণ্ডারের অধীনস্থ সৈন্যগণকে দৃঢ় করা হইয়াছে। শীঘ্রই মেহেমেটপাশার সহিত একটী যুদ্ধের সম্ভবনা আছে। জেনারেল টডেল্‌বেন শীত কালীন যুদ্ধের আয়োজন করিতেছেন।

২১ শে। ইহা প্রকাশ যে একজন রুশসৈন্য রাজ্য মধ্যে থাকিতে তুর্কীর সুলতান সন্ধি করিবেন না। বেলাতে মেহেমেট পাশা অনেক ঘন্টা যুদ্ধের পর একলক্ষ রুশ সৈন্যের উপর জয়লাভ করিয়াছেন। রুশদের বিস্তর ক্ষতি হইয়াছে।

২৪ শে। রুশেরা প্রকাশ করিতেছে যে প্লেবনাতে ১৭ ই তারিখের যুদ্ধে তাহাদের ৩১ জন কর্ম্মচারী ও ১ হাজার সৈন্য মাত্র হত হইয়াছে।

২৫ শে। তুর্কীরা জাস্ত্রাতীরে রুশদিগকে আক্রমণ করে বটে কিন্তু ভয়ানক ক্ষতির সহিত হটিয়া যাইতে বাধ্য হয়। রুশ-দের ২০ জন কর্ম্মচারী ও ১ শত সৈন্য হত হইয়াছে। সলিমান পাশা সংবাদ দিয়াছেন যে ২৩ শে তারিখ পর্য্যন্ত সিপকা পথে গোলাবর্ষন হইতেছে। জারউইচের সৈন্যেরা ইম্পিরিয়াল গার্ড নামক সৈন্যদল কর্ত্তৃক দৃঢ়তর হইয়াছে। তুর্কীরা সিলিষ্ট্রিয়ার

নিকটস্থ রুমেনিয়ার এক দৃঢ় স্থান অধিকার করিয়াছে। আর প্লেবনাতে রুশ ও রুমেনিয়ার ২১ হাজার সৈন্য নষ্ট হইয়াছে।

২৭ শে। ডেলিনিউষের সংবাদ দাতা সংবাদ দিয়াছেন যে ক্রমাগত কয়েক যুদ্ধে ভয়ানকরূপে পরাস্থ হওয়ায় রুশদের প্রধান আড্ডায় অতিশয় অসন্তোষ ও হতাশ্বাসতা প্রকাশ হইয়া পড়িয়াছে।

২৯ শে। ইস্মেল পাশা ও জেনারল টার্গুকেসোর মধ্যে ৯ ঘন্টা পর্য্যন্ত ভয়ানক যুদ্ধ হইয়াছে। কোন পক্ষেরই জয় পরাজয় হয় নাই। রুশদের ৩ শত ও তুর্কীর ৪৫ জন সৈন্য হত হইয়াছে।

১১ অক্টোবর। চেদ্‌কেত পাশা ওসমান পাশার সহিত মিলিত হইয়াছেন এবং যুদ্ধের উপকরণ ও সৈন্যদের আহারীয় দ্রব্য আনয়ন করিয়াছেন। বিধ্ নামক উপত্যকা হইতে রুশেরা বিতাড়িত হইয়াছেন। সলিমান পাশা কাডিকোই নামক স্থানে প্রধান আড্ডা স্থাপন করিয়াছেন। সেখানে তিনি বিস্তর সৈন্য সংগ্রহ করিয়াছেন। রুষ্টচক হইতে এক দল তুর্ক সৈন্য অনুসন্ধানে বহির্গত হইয়া জানিতে পারিয়াছে যে পিরগোস নামক স্থানে রুশেরা উপস্থিত হইয়াছে। বলগেরিয়াতে মুসল-ধারে বৃষ্ঠি হইতেছে এবং ডানিউব নদীর জল ক্রমে বৃদ্ধি পাই-তেছে। বৈরাম উৎসবের সময় সুলতান সৈন্যদিগের কৃতকার্য্য-তার জন্য আনন্দ প্রকাশ করিয়া বলিয়াছেন যে শীঘ্রই সন্ধি স্থাপন হইবে এবং সন্ধি হইলে তুর্কীর লভ্য হইবে।

১২ ই। আহাম্মদ মুক্তিয়ার পাশা প্রকাশ করিয়াছেন যে তিনি আলহচাতে যে সময় সৈন্য একত্র করিতেছিলেন সেই

সময় রুশেরা তাঁহাকে আক্রমণ করে। ৫ ঘণ্টা যুদ্ধ হয় কোন পক্ষের জয় পরাজয় হয় না। রাত্রি উপস্থিত হইলে রুশেরা পলায়ন করে এই যুদ্ধে রুশদের ১২ শত সৈন্য বিনষ্ট হইয়াছে।

১৩ ই। ডেলি নিউসের সংবাদ দাতা লিখিয়াছেন যে রুশ সৈন্যদের ভারি দুরবস্থা। ক্রমাগত সাত দিন বৃষ্টি হওয়ায় বাইলা ও রষ্টচক ভিন্ন আর সর্ব্বত্র লোকের গতায়াত করা অসাধ্য এবং রুশ সৈন্যেরা কর্দ্দম হ্রদে বাস করিতেছে। শীত নিবারণের জন্য যে কিছু দ্রব্য তাহাদের ছিল লোম হইতে পলায়নের সময় তাহা ফেলিয়া আইসে।

১৪ ই। ১১ ই তারিখের পত্রে রিউফ পাশা প্রকাশ করিয়াছেন যে দেবতা পরিষ্কার হইয়া গিয়াছে। অনুসন্ধানকারী সৈন্যেরা রুশসৈন্যদিগকে একটী নূতন স্থান অধিকার করিয়া অবস্থিতি করিতে দেখিয়া তাহাদের প্রতি গোলাবর্ষণ করিতে আরম্ভ করিয়াছে। মুক্তিয়ার পাশা প্রকাশ করিয়াছেন যে ১১ ই তারিখে পরস্পর গোলা ছোড়াছোড়ী হইয়া বিপক্ষের দক্ষিণ ও বাম দিকস্থ সৈন্যদিগকে গমোন্মুখী হইতে দেখা যায়। নিকোপলিসের সেতু স্রোতে ভাসিয়া গিয়াছে। তুর্কেরা কালাবস্ক নামক স্থানে নদী উল্লংঘন করিতে যাইয়া অকৃতকার্য্য হইয়াছে।

১৬ ই। রুশেরা সুলিনাতে বোম নিক্ষেপ করিতেছে সেখানে যাহারা ছিল পলায়ন করিয়াছে। বলগেরিয়ার দুর্য্যোগ পরিষ্কার হইয়া গিয়াছে। বিপক্ষ সৈন্যের কে কোথায় আছে সলিমান পাশা তাহার অনুসন্ধান করিতেছেন। চেদকেত পাশা রুশদের নিকট হইতে ২০ হাজার মেষ ও ৫ শত গবাদি পশু

লুণ্ঠন করিয়া লইয়াছেন। রুশ সরকারী পত্রে প্রকাশিত হইয়াছে যে মুক্তিয়ার পাশা রুশদিগকে ইয়াগনি নামক স্থানে আক্রমণ করেন। ঘোরতর যুদ্ধের পর তিনি হটিয়া যান।

১৭ ই। ১৬ ই তারিখে রুশ সরকারী পত্রে প্রকাশ যে রুশেরা ১৪ ই তারিখে ওবলক্ নামক পর্ব্বত শিখর অধিকার করিয়াছে। বিপক্ষেরা কার্স অভিমুখে হটিয়া যাইতে বাধ্য হইয়াছে। রুশেরা ১৫ ই তারিখে মুক্তিয়ার পাশার অধিকৃত স্থান আক্রমণ করে ও আওলিয়ান পর্ব্বত পর্য্যন্ত অধিকার করে। ইহার নিমিত্ত তুর্ক সৈন্যেরা দুই দলে বিভক্ত হইয়া গিয়াছে। ইহার যে দল কার্স অভিমুখে যাত্রা করে রুশেরা তাহাদিগকে আক্রমণ করিয়া বিস্তর লোক হত ও আহত ও বন্দী করে। এই দল সম্পুর্ণরূপে পরাজিত হইয়াছে। অপর দলে মুক্তিয়ার পাশা ছিলেন। এই দলকে আলাৎজাডাগে রুশসৈন্যেরা বেষ্টন করে; ঘোরতর যুদ্ধ হয় তুর্কেরা পরাজয় স্বীকার করে ইহাতে ৭ জন পাশা বন্ধি হইয়াছে। বিস্তর যুদ্ধের উপকরণ রুশদিগের হস্তে পড়িয়াছে। রুশেরা ৩২টী কামান পাইয়াছেন। মুক্তিয়ার পাশা কার্সে পলায়ন করিয়াছেন। তুর্কী সরকারী পত্রে প্রকাশ যে ১৫ ই তারিখে মুক্তিয়ার পাশা একটি গুরুতর যুদ্ধে বিলিপ্ত হন এখনও কোন বিশেষ সম্বাদ পাওয়া যায় নাই।

১৮ ই। মুক্তিয়ার পাশা পরাজয় স্বীকার করিয়া লিখিয়াছেন যে রুশদিগের সম্প্রতি অনেক সৈন্য বৃদ্ধি হইয়াছে। তাহারা ভাল ভাল কামান আনিয়াছে, আবার গত যুদ্ধে তুর্কদের অনেক ভাল ভাল যোদ্ধার প্রাণনষ্ট হইয়াছে এই নিমিত্তই রুশেরা জয়ী হইয়াছে। তিনি তাঁহার এক দল সৈন্যের সহিত

কার্সে গমন করিয়াছেন। রিউফ পাশা প্রকাশ করিয়াছেন যে সিপকা পাশে দুই হস্ত পরিমাণ বরফ পড়িয়াছে।

মুক্তিয়ার পাশা একরূপ পরাজয় স্বীকার করিয়াছেন। তিনি লিখিয়াছেন যে যুদ্ধে তুর্কদের ৮ শত সৈন্য হত হইয়াছে। এবং রুশদের একদল অশ্বারোহী ও চারিদল পদাতিক হত হইয়াছে।

১৯ শে। সিপকা পাশে আবার ভয়ানক কামান ছোড়া ছোড়ি চলিতেছে।

২০ শে। আর্ম্মেনিয়া হইতে সংবাদ আসিয়াছে যে, ইস্মেল পাশা ইরিবান্ পরিত্যাগ করিয়া পলায়ন করিতেছেন।

২১ শে। বুচারেষ্টে এইরূপ প্রকাশ যে রোমানীয়েরা তিন বার গ্রিবিটজা দুর্গ আক্রমণ করে কিন্তু তিনবারই অকৃতকার্য্য হয় ওসমান পাশা প্রকাশ করিয়াছেন যে ১৯ শে তারিখে রুশেরা তুর্ক সৈন্যের দক্ষিণ পক্ষ আক্রমণ করে কিন্তু বিস্তর ক্ষতিগ্রস্থ হইয়া বিতাড়িত হয়। তুর্ক সরকারী পত্রে প্রকাশ হইয়াছে যে, রাচিদ পাশা শত্রু হস্তে আত্ম সমর্পণ করেন নাই তিনি এবং মুক্তিয়ার পাশা আলতলাডাগের নিকট একটী স্থানে স্বসৈন্যে অবস্থান করিতেছেন। রুশিয়াতে আর যত গোলন্দাজ সৈন্য ছিল সে সমুদায় যুদ্ধক্ষেত্রে উপস্থিত হইতেছে।

২২ শে। রুশীয় সরকারী পত্রে প্রকাশিত হইয়াছে যে, ১৫ই তারিখে আলেতজাডাগের যুদ্ধে রুশদিগের ১৪৩১ জন সৈন্যের মৃত্যু হয়। রুশ সৈন্যেরা কার্সস্থিত তুর্কদিগকে পরাজয় স্বীকার করিতে বলিতেছে। রুশ সৈন্যেরা আর্জ্জরুমেও গমন করিতেছে। ১৪ ই তারিখে ইস্মেল পাশা জেনারেল তাগু-কসোকে আক্রমণ করেন কিন্তু বিতাড়িত হন।

সলিমান পাসা।

আমেদ পাসা।

হালিলসেরিপ পাসা।

মহামেদ রুস্‌দি পাসা।

সুলতান ত্রিবিজন্দে নূতন সৈন্যদল প্রেরণ করিতেছেন ত্রিবিটজা দুর্গে রোমেনীয়দিগের ৮ শত সৈন্যের মৃত্যু হইয়াছে। ডাবেস্থান নামক স্থানে রুশ গবর্ণমেন্টের বিপক্ষে লোক ক্রমে বিদ্রোহী হইতেছে।

২৪ শে। চিবেত পাশা প্রকাশ করিয়াছেন যে রুশীয় অশ্বারোহীরা প্লেবনার পশ্চিমে অনুসন্ধান করিয়া বেড়াইতেছে এবং সেখানে দুই পক্ষে মহাকাটাকাটি হইতেছে। সলিমান পাশা প্রকাশ করিয়াছেন যে রুশেরা বারহালেম নামক স্থান আক্রমণ করে কিন্তু হটিয়া গিয়াছে।

২৫ শে। ইস্মেল পাশা মুক্তিয়ার পাশার সহিত মিলিত হইয়াছেন।

২৬ শে। রুশীয় সরকারী পত্রে প্রকাশ হইয়াছে যে ২৬ শে তারিখে ৯ ঘন্টা অবিশ্রান্ত যুদ্ধের পর গৌরকো সোফিয়ায় গমনের পথে ডুকনিক নামক স্থানে ৬৪টী কামান অধিকার এবং একজন পাশা, অনেকগুলি কর্ম্মচারী, ৩ হাজার পদাতিক এবং একদল অশ্বারোহী বন্দী করিয়াছেন। রুশদেরও বিস্তর লোক মারা পড়িয়াছে।

মুক্তিয়ার পাশা প্রকাশ করিয়াছেন যে ঝিঝিনকৌ নামক স্থানে রুশদিগকে পরাস্থ করিয়াছেন। সলিমান পাশা প্রকাশ করেন যে রুশেরা রষ্টচক এবং কাডিকৌতে তুর্কসৈন্যের দক্ষিণ পক্ষ আক্রমণ করিয়া হটিয়া গিয়াছে এখানে রুশদের ৮ শত সৈন্য হত হইয়াছে।

২৭ শে। ডুকনিক যুদ্ধে রুশদের ২৫ শত সৈন্য নষ্ট হয়।

২৯ শে। কার্স রুশদিগের হস্তে অর্পণ করিবার কথাবার্ত্তা

হইতেছে। ইস্মেল ও মুক্তিয়ার পাশা কুপ্রিকোইতে রুশদিগের নিমিত্ত অবস্থান করিতেছেন।

৩০ শে। ওর্চনাই গমনের পথে টেলিচি নামক স্থান রুশেরা অধিকার করিয়াছে। এখানে ৭ দল তুর্কসৈন্য একজন পাশা, বিস্তর কর্ম্মচারী এবং ৩টী কামান রুশদের হস্তে পতিত হইয়াছে।

৩১ শে। কার্সবাসী সৈন্যেরা বিপক্ষের হস্তে দুর্গ অর্পণ করিতে অস্বীকৃত হইয়াছে। রুশেরা কার্সে গোলা নিক্ষেপ করিতেছে।

১ নবেম্বর। প্লেবনার উত্তর পশ্চিমে রাহোয়া নামক দুর্গের অংশ হইতে রোমানীয় সৈন্যেরা তুর্কদিগকে বিতাড়িত করিয়াছে। আর্মেনিয়া হইতে সংবাদ আসিয়াছে যে তুর্কেরা যে সময় হোসেন কালে পরিত্যাগ করিতেছিল সেই অন্ধকারে দুই দল তুর্ক সৈন্যকে রুশেরা বন্দী করিয়াছে। রুশদিগের সামান্য ক্ষতি হইয়াছে।

২ নবেম্বর। অনেক দিন প্লেবনা হইতে কোন সংবাদ আইসে নাই। বোধ হয় রুশেরা এই স্থান বেষ্টন করিয়াছে। ২৫ শে অক্টোবর পর্য্যন্ত রুশদের ৬২ হাজার সৈন্য নষ্ট হইয়াছে। রুশেরা কোপ্রিকোই নামক স্থান অধিকার করিয়াছে।

৪ ঠা। রুশীয় সরকারী পত্রে প্রকাশ যে তাহারা টেটিওয়েন নামক স্থান অধিকার করিয়াছে। এই স্থান অধিকৃত হওয়ায় তুর্কদের ৭ টী প্রধান ও ত্রিশটী ক্ষুদ্র সৈন্য ব্যূহ দ্বারা রক্ষিত স্থান হইতে তুর্করা ভ্রষ্ট হইয়াছে। প্লেবনার দক্ষিণ পশ্চিম দিকস্থ লুকোউইটব্যা নামক স্থান রুশেরা অধিকার করিয়াছে।

জেনারেল টডেল্‌বেন শীতের পূর্ব্বে প্লেবনা অধিকার করিবার

যত্ন করিতেছেন কিন্তু কৃত কার্য্য হইতেছেন না। সলিমান পাশা লোমের সৈন্য দলের উপর কর্তৃত্ব পাইয়া কিছু ক্ষমতা দেখাইবার চেষ্টা করিতেছেন কিন্তু সহজে তাঁহার অভিপ্রায় সিদ্ধ হইতেছে না; তাঁহার ইচ্ছা সিমনিটজার সেতু অধিকার করা, তাহা হইলে রুশদের ভারি বিপদ কিন্তু এই স্থান টডেলবেনের অধীনে বিশেষ রূপে রক্ষিত হইতেছে। চিবেদ পাশা যেরূপ বিপদ ও বিঘ্ন ইত্যাদি অতিক্রম করিয়া প্লেবনাতে আহারীয় আদি জোগাইতেছেন তাহাতে রুশেরা ভগ্নোদ্যম হইয়াছে।

প্লেবনাতে যত সংবাদ দাতা ছিলেন রুশেরা সকলকেই তাড়াইয়া দিয়াছেন; ইহাতে বোধ হয় তাঁহাদের দুরাবস্থা সাধারণ্যে প্রকাশ না হয় ইহাই তাঁহাদের ইচ্ছা।

এইরূপ রাষ্ট্র যে গ্রাণ্ড ডিউক নিকোলাস শীঘ্রই সৈন্যাধ্যক্ষতা পরিত্যাগ করিবেন কারণ তিনি অসুস্থ্য হইয়া পড়িয়াছেন।

৬ ই। আর্চনাইতে তুর্কেরা অনেক সৈন্য সংগ্রহ করিয়াছেন। ডেবিয়ন নামক স্থানে যে তুর্কসৈন্য ছিল রুশেরা তাহাদিগকে আক্রমণ করে ক্রমাগত ১০ ঘণ্টা যুদ্ধের পর তুর্কদের মধ্যভাগ হটিয়া যায়; এই যুদ্ধে মুক্তিয়ার পাশা অল্প আঘাত প্রাপ্ত হন।

৭ ই। মর্ণিং পোষ্টে প্রকাশ হইয়াছে যে তুর্কেরা আর্জরুম পরিত্যাগ করিয়া এজিন্‌জিন্‌ ও ত্রিবিজন্দে পলায়ন করিতে বাধ্য হইয়াছে।

৮ ই। মুক্তিয়ার পাশা স্বীকার করিয়াছেন যে ৫ ই তারিখের যুদ্ধে তাঁহারা হটিয়া আর্জরুমে গমন করিয়াছেন। রুশেরা

বলিতেছে যে তাহারা রাটজা নামক স্থানে তুর্কদের নিকট হইতে অনেক গো মহিষ ও শকটাদি কাড়িয়া লইয়াছে। আরও প্রকাশ করে যে ৪ ঠা তারিখে ডেবিবাউনে গাজিমুক্তিয়ার ও ইস্মেল পাশার সহিত রুশ সৈন্যাধ্যক্ষ তাগুর্কাসের ৯ ঘন্টা যুদ্ধের পর তুর্কেরা হটিয়া গিয়াছে।

১০ ই। গাজি মুক্তিয়ার পাশা সংবাদ পাঠাইয়াছেন যে ৯ ই তারিখে প্রত্যুষে ৬টার সময় আঝিঝিস্থ তুর্কসৈন্যদলকে রুশেরা আক্রমণ করে বেলা ২টা পর্য্যন্ত ঘোর যুদ্ধের পর রুশেরা পরাস্থ হইয়া পলায়ন করে ও তুর্কগণ তাহাদের পশ্চাৎ পশ্চাৎ ডেবিবয়ন পর্য্যন্ত তাহাদিগকে কাটিতে কাটিতে যায়। পথী-পার্শ্বের খাল ও পগারাদি রুশদিগের মৃতদেহে পরিপূর্ণ হইয়া যায়।

১৩ ই। রুশেরা বাটখা নামক স্থান অধিকার করিয়া অনেক খাদ্যাদি ও অন্যান্য দ্রব্য পাইয়াছে। রুশেরা প্লেবনা সম্পূর্ণ-রূপে বেষ্টন করিয়াছে। তথায় যে আহারীয় আছে তাহাতে ৫ সপ্তাহ চলিতে পারিবে।

আবদুল করিম পাশার পদচ্যুতির পর মেহেমেট আলী ও তৎপরে সলিমান পাশা তুর্কীর প্রধান সৈন্যাধ্যক্ষতা প্রাপ্ত হইয়াছেন।

ডেবিয়ন নামক স্থানে গাজি আহাম্মদের পরাজয়ের বিষয় নিম্নোক্ত প্রকারে প্রকাশ পাইয়াছে যথা; সুলতান আর্মে-নিয়া হইতে অনেক সৈন্য লইয়া বলগেরিয়ায় পাঠানে মুক্তি-য়ার পাশার সৈন্য সংখ্যা অনেক কম হইয়া যায়, তাহাতে আবার তিনি সৈন্য সমাবেশ করিতে ভুলিয়া যান, তাঁহার যত সৈন্য

ছিল তদতিরিক্ত স্থান ব্যাপিয়া ব্যূহ প্রস্তুত করেন সুতরাং অল্প সংখ্যক সৈন্য বিভক্ত হইয়া দুর্ব্বল হইয়া পড়ে। তাঁহার বাম ভাগের সৈন্যেরা কামান গোলা ছাড়িয়া পলায়ন করে কিন্তু বরাবর সমানভাবে যুদ্ধ করে, দক্ষিণদিকের সৈন্যেরা শত্রু হস্তে আত্ম সমর্পণ করে। এই যুদ্ধে মুক্তিয়ার পাশার সৈন্য সকল ছিন্ন ভিন্ন হইয়া গিয়াছে।

১৪ ই। রুশেরা প্রকাশ করিতেছে যে আঝিঝির যুদ্ধে তাহাদের ৬৩২ জন সৈন্য হত হইয়াছে।

১৫ ই। ইট্রোপোল পাস দিয়া রুশ সৈন্যেরা বলকান পর্ব্বত উল্লংঘন করিতেছে। এরূপ রাষ্ট্র যে ওসমান পাশা রুশীয় পরিখা ভেদ করিয়া প্লেবনা হইতে বহির্গত হইবার চেষ্টা করিতেছেন। কনষ্টান্টিনোপলে রাষ্ট্র যে সার্বিয়াবাসীরা তুর্কীর বিরুদ্ধে অস্ত্রধারণ করিবে।

১৬ ই। রুশীয়েরা আর্জরুম সৈন্য দ্বারা বেষ্টন করিয়াছে এবং আর্জরুম প্রদেশে রুশীয় শাসন প্রণালী স্থাপন করিয়াছে। ১৪ ই তারিখে রুশেরা আঝিঝি অধিকার করে কিন্তু সাজিয়ানের যুদ্ধে তুর্কেরা তাহাদিগকে দূর করিয়াছে। কারসে অবিশ্রান্ত যুদ্ধ চলিতেছে।

১৮ ই। জেনারেল গৌরকো অল্পমাত্র আহত হইয়াছেন।

১৯ শে। রুশ সরকারী পত্রে প্রকাশ যে ১৭ ই তারিখের সায়াহ্ন ৭ টা হইতে পরদিবস বেলা ৮ টা পর্য্যন্ত ঘোর যুদ্ধের পর রুশেরা কারস অধিকার করিয়াছে। কারস চ্যুত হওয়ায় তুর্ক দিগের বিশেষ ক্ষতি হইয়াছে।

২০ শে। কারসে ৭ হাজার তুর্কসৈন্য এবং ৩ শত কামান

রুশদের হস্তগত হইয়াছে। ডেলিনিউসের সংবাদ দাতা বলেন এই যুদ্ধে সর্ব্বসমেত তুর্কদের ১৫ হাজার সৈন্য ক্ষতি হইয়াছে। গত কল্য জেনারেল মেলিকফ কারসে প্রবেশ করিয়াছে।

২২ শে। তুর্ক সরকারী পত্রে প্রকাশিত হইয়াছে যে ১৯ শে তারিখে লোম ও যাত্রার মধ্যস্থিত স্থানে তুর্ক সৈন্যগণ গমন করে এবং তদ্বারা রুশেরা বিশেষ ক্ষতি গ্রস্ত হয় ও পিরগোস নামক স্থান তুর্কেরা দগ্ধ করে।

২৩ শে। মেলিকফ একদল সৈন্য কারসে রাখিয়া অপর সৈন্যসহ আর্জরুমের বিরুদ্ধে যাত্রা করিয়াছেন। রুশীয় সম্বাদ পত্রিকা সম্পাদকেরা কি নিয়মে সন্ধি হইবে এ সম্বন্ধে তর্ক করিবার উপলক্ষে প্রকাশ করিয়াছেন যে সন্ধি করিতে হইলে তুর্কীর রণতরী গুলি রহিত করিতে হইবে এবং ডার্ডনেলিশের পথ তুর্কী ও রুশীয়ার উভয়ের তত্ত্বাবধানে রক্ষিত হইবে। সেখানে অন্য কোন গবর্ণমেন্টের প্রভূত্ব থাকিবে না।

২৪ শে। কাউন্ট আণ্ড্রেসী প্রকাশ করিয়াছেন যে অপরের মধ্যবর্ত্তী হইয়া এ যুদ্ধ ক্ষান্ত করিবার সময় এখনও উপস্থিত হয় নাই। রুশীয় সরকারী পত্রে প্রকাশিত হইয়াছে যে ২১ শে তারিখে সিপকাপাশের নিকোলাস দুর্গ তুর্কেরা আক্রমণ করে কিন্তু হারিয়া হটিয়া গিয়াছে। তুর্ক সরকারী পত্রে প্রকাশ যে অর্কিনাইর নিকট রুশীয় অশ্বারোহী সৈন্য যুদ্ধে পরাজিত হইয়াছে এবং ইহাতে তাহাদের বিশেষ ক্ষতি হইয়াছে।

২৫ শে। সুলতানের আজ্ঞাক্রমে দেড় লক্ষ নুতন সৈন্য সংগৃহীত হইয়াছে। শিক্ষিত সৈন্যদিগের অনুপস্থিতি কালে ইহারা কনষ্টান্টিনোপলে ও অপর স্থানে শান্তি রক্ষা করিবে।

উইডিন নগর পরিবেষ্ঠন করিবার জন্য রোমানীয় একদল সৈন্য সংগৃহীত হইয়াছে।

২৭ শে। রাটজার দক্ষিণে ইট্রোপোল রুশেরা অধিকার করিয়াছে। রুশীয় সরকারী পত্রে প্রকাশিত হইয়াছে যে রুশীয় সৈন্যেরা ক্রমাগত আটচল্লিশ মাইল দুর্গম পথ অতিক্রম করিয়া অর্কিণির নিকটস্থ প্রবিটজা নামক একটী দুর্গ অধিকার করিয়াছে। রুশদের সামান্য ক্ষতি হইয়াছে। রাষ্ট্র যে তুর্কেরা অর্কিনাই পরিত্যাগ করিয়াছে।

২৮ শে। সলিমান পাশা ও জারউইচের সৈন্য মধ্যে ক্রমাগত কাটাকাটী চলিতেছে। ডেলি টেলিগ্রাফ বলেন যে তুর্কেরা অর্কিণি পরিত্যাগ করিয়া অর্কিণি পথ অধিকারে রাখিয়াছে।

২৯ শে। মুক্তিয়ার পাশা সংবাদ দিয়াছেন যে রুশ সৈন্যেরা আর্জ্জরুমের সম্মুখে অবস্থিতি করিতেছে কিন্তু তিন ফুট পরিমাণ বরফ পড়ায় যুদ্ধ করিতে পারিতেছে না।

১ লা ডিসেম্বর। মাহামেট ইউব পাশা সিপকা পাশের সৈন্যদিগের অধ্যক্ষ হইয়াছে। গাজি মুক্তিয়ার লিখিয়াছেন যে তাঁহার অধীনস্থ সৈন্য দ্বারাই তিনি আর্জরুম রক্ষা করিতে পারিবেন।

২ রা। রুশেরা ডানিউবের উপর চতুর্থ সেতু ভাসমান করিয়াছে ও অপর ২টী প্রস্তুত করিতেছে।

৩ রা। তুর্কেরা প্রবিটজা ও ইট্রেপোল পরিত্যাগ করিয়া বলকান অভিমুখে প্রস্থান করিয়াছে। ২৯ শে তারিখে মেহে-মেট পাশা দ্বারা ইউকরোতে রুশীয়ানদের পরাভবের কথা সত্য বলিয়া স্বীকৃত হইয়াছে।

৪ ঠা। অর্কিনিস্থ তুর্ক সৈন্যেরা সোফিয়া অভিমুখে গমন করিতেছে।

৫ ই। মাহাম্মদ পাশা প্রকাশ করিয়াছেন যে ৩রা তারিখে ষ্টানিষ্টজার দক্ষিণ কামালি নামক স্থানে রুশেরা তুর্কদের দক্ষিণ পক্ষ আক্রমণ করিয়া হটিয়া আইসে ইহাতে রুশদের বিস্তর ক্ষতি হইয়াছে। সার্বিয়ার রাজা মিলান আপন সৈন্যদিগকে যুদ্ধে উত্তেজনা করিয়া বক্তৃতা করিয়াছেন। মিসোর দেশের যে সৈন্য দল তুর্কীতে অবস্থান করিতেছে তাহাদিগকে দৃঢ় করিবার নিমিত্ত তথা হইতে ৬ হাজার সৈন্য খেদিব কর্ত্তৃক প্রেরিত হইয়াছে।

৬ ই। মাহামেট পাশা প্রকাশ করিয়াছেন যে তুর্কেরা অগ্রসর হওয়ায় রুশেরা পশ্চাদ্গামী হইতেছে। সলিমান পাশা সংবাদ দিয়াছেন যে তিনি ইলেনা অধিকার করিয়াছেন; শত্রু দলের অনেক সৈন্য বন্দী করিয়াছেন ও অনেক যুদ্ধের উপকরণ অধিকার করিয়াছেন। এই যুদ্ধে ৩ হাজার রুশ সৈন্য হত হইয়াছে। এই স্থান অধিকৃত হওয়ায় হামবোগজে ও শ্লিবোগা পথ রুশদিগের প্রতি রুদ্ধ হইয়াছে এবং তিনি টার্ণোবা অভিমুখে স্বসৈন্যে গমন করিতেছেন।

৭ ই। তুর্কেরা পেপকই ও সিসিওরা নামক দুইটী স্থানে প্রবেশ করিয়াছে। রুশদের যে সকল সৈন্য ইলেনা হইতে বিতাড়িত হয় তাহাদের দল বল বৃদ্ধি করিবার জন্য রুশেরা ব্যতিব্যস্ত হইয়াছে।

৮ ই রুশেরা কামালিতে পুনরায় বোম নিক্ষেপ করিতেছে। রুশেরা রাকোইটজা নামক স্থানে সৈন্য সংগ্রহ করিয়াছে; তুর্কেরা

এই স্থান আক্রমণ করিয়া হটিয়া যায় এবং রুশেরা তাহাদের পশ্চাদ্ধাবিত হইয়া শ্লাটিরাটজা অধিকার করিয়াছে ইহাতে তুর্কদের দক্ষিণ পক্ষ অন্যদিকে গমন করিতে বাধ্য হইয়াছে। রুশীয় সম্বাদ পত্রে প্রকাশিত হইয়াছে যে সন্ধি করিতে হইলে তুর্কীর অধীনস্থ রাজ্য গুলিকে স্বাধীন করিতে হইবে, বাটোম ও কারস রুশীয়াকে অর্পণ করিতে হইবে, এবং ডার্ডনেলিশে রুশদিগকে গমন করার অনুমতি দিতে হইবে।

৯ ই। ১৮ ই নবেম্বর পর্য্যন্ত যুদ্ধে রুশদের ৭৪৮৫৮ জন্য সৈন্য নিহত হইয়াছে। বেকার পাশার হস্তে মহাম্মদ পাশা একদল সৈন্যের ভার অর্পণ করিয়াছেন। এই রূপ রাষ্ট্র যে রুশেরা প্লেবনা আক্রমণ করিয়া হটিয়া যায়।

১০ ই। ৬ ই ডিসেম্বর পর্য্যন্ত ৭৪৯৬০ জন রুশ সৈন্য হত হইয়াছে। ইলেনার সৈন্যের ভার কুয়েদ পাশার প্রতি অর্পিত হইয়াছে। কারস হইতে রুশ সৈন্যেরা আর্জরুমে উপস্থিত হইতেছে। বাটোমের নিকট কাটাকাটি চলিতেছে।

১১ ই। প্লেবনা রুশদিগের হস্তে পতিত হইয়াছে। ঘোরতর যুদ্ধের পর তুর্ক সৈন্যেরা আপনাদিগকে সম্পূর্ণরূপে বিপক্ষের অনুগ্রহের উপর নির্ভর করিয়া পরাজয় স্বীকার করে, ওসমান পাশা আহত হইয়াছেন। জেনারেল মেলিকফ হোসেন কেলে উপস্থিত হইয়াছেন। গাজি ওসমান পাশা উইডিন দিকে রুশ ব্যূহ ভেদ করিয়া বহির্গত হইবার যত্ন করেন কিন্তু শত্রুরা সম্মুখ ও পশ্চাৎ হইতে তাঁহাকে আক্রমণ করে। তিনি বীরের ন্যায় যুদ্ধ করিয়া শেষে আহত হইয়া পড়ায় পরাজয় স্বীকার করিতে বাধ্য হন। প্লেবনায় সমুদায় তুর্কেরা বন্দী হইয়াছে। এই ব্যূহ

ভেদ করিবার পূর্ব্বেই সৈন্যেরা শীতে ও অনাহারে মরিতে ছিল। এই স্থানে ৪০০০০ হাজার সবল ও ২০০০০ হাজার পীড়িত তুর্ক সৈন্য বন্দী হইয়াছে এতদ্ভিন্ন হতের সংখ্যা এখন ও হয় নাই।

রুশ সম্রাট ও প্রিন্স গর্টসকফ আগামী সপ্তাহে সেন্টপিটর্সবর্গ যাত্রা করিবেন। মাহাম্মদ পাশাকে পদচ্যুত করিয়া সেই স্থলে চকির পাশাকে নিযুক্ত করা হইয়াছে। তুর্কীর প্রধান সভা স্থির করিয়াছেন যে শেষ পর্য্যন্ত না দেখিয়া যুদ্ধে ক্ষান্ত দেওয়া হইবে না।

প্লেবনার পতনের সঙ্গে সঙ্গে তুর্কীর অদৃষ্টের পরিবর্ত্তনও অনায়াসেই অনুভূত হইতেছে। জগদীশ্বর আর যে তুর্কীর দিকে সদয় হইবেন সেরূপ আশা করা কেবল দুরাশা মাত্র। বিধাতা আসিয়া বাসী জাতির উপর বিরূপ হইয়াছেন সন্দেহ নাই। কেবল একমাত্র তুর্কী সবল অবস্থায় থাকিয়া আসিয়ার মুখ উজ্জল করিতে ছিল তাহারও বোধ হয় চরম দশা উপস্থিত। তবে যদি তুর্কী এই বিপদ সাগর হইতে উদ্ধার হয় সে কেবল করুণাময়ের করুণা বই আর কিছুই নহে। যদিও তুর্কীর পতন অবশ্যম্ভাবী বলিয়া বোধ হইতেছে তথাচ তুর্কীকে শত সহস্র বার ধন্যবাদ না দিয়া পুস্তক সমাপ্ত করিতে পারিলাম না। ব্যক্তিগত তুলনায় তুর্কীকে রুশ অপেক্ষা অনেকাংশে শ্রেষ্ঠ বলিয়া গণ্য করা যায় তুর্কেরা যেরূপ দক্ষ সাহসী ও নিপুণ তাহাতে সৈন্য সংখ্যায় অধিক না হইলে রুশেরা কিছুতেই তুর্কীর সহিত পারিয়া উঠিত না; কিন্তু রুশেরা সংখ্যায় অনেক অধিক। যাহা হউক "চক্রবৎ পরিবর্ত্তন্তে দুঃখানিচ সুখানিচ" তুর্কীর অদৃষ্টে যাহাই হউক তুর্কীকে সহস্র বার ধন্যবাদ। ধন্য তুর্কী!!! ধন্য তুর্কী!!!

সমাপ্ত।